



রবিবার ডানকুনি টোল প্লাজার কাছে বাস আটকে বাম কর্মীদের নামিয়ে দিল পুলিশ। বাসটি এতটাই ভর্তি ছিল যে তাতে মাছিও গলতে পারবে না। ...বিস্তারিত পাতা ৩



প্রতীতি উচ্ছেদ মামলায় নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনকে বিবাদী পক্ষের আইনজীবী সূচরিতা বিশ্বাসের বেনজীর আক্রমণের প্রতিবাদের সুর বিশ্বভারতীর অন্দরে। ...বিস্তারিত পাতা ৫



প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং ৮ জানুয়ারি দু’দিনের জন লন্ডন সফরে যাচ্ছেন। রবিবার প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের পক্ষ থেকে এমনটাই জানানো হয়েছে। ...বিস্তারিত পাতা ৬



আফগানিস্তানের বিরুদ্ধে ঘরের মাঠে তিন ম্যাচের টি২০ সিরিজ খেলবে ভারত। ভারতের দল ঘোষণায় বড় চমক। ক্যাপ্টেন হিসেবে ফিরলেন রোহিত শর্মা। ...বিস্তারিত পাতা ৮

বয়স বাড়লে কাজের ক্ষমতা কমে, এটাই সত্য অভিষেক

দুরন্ত বার্তা, ডায়মন্ডহারবার, ৭ জানুয়ারিঃ তৃণমূলের মধ্যে যে নবীন-প্রবীণ বিতর্ক চলছে, সেই প্রসঙ্গে নরম হওয়ার কোনই ইঙ্গিতই দিলেন না দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বরং সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়-সৌগত রায়দের উদ্দেশ্যে অভিষেক পট্টাপট্টি জানিয়ে দিলেন, বয়স বাড়লে কাজের ক্ষমতা কমে। এটাই ধ্রুব সত্য। এ কথা মনেপ্রাণে বিশ্বাস করেন তিনি। রবিবার বিকেলে ডায়মন্ড হারবারের পৈলানো বরিষ্ঠ নাগরিকদের কার্যক্য ভাতা দেওয়ার জন্য একটা সভা করেন অভিষেক। সেই সভা মঞ্চে দাঁড়িয়ে অভিষেক বলেন, “অনেকে বলছেন, তৃণমূলের মধ্যে দ্বন্দ্ব রয়েছে। কিন্তু আমি বলছি, কোনও দ্বন্দ্ব নেই। দ্বন্দ্বের কোনও জয়গা নেই। দল আমাকে যখন যে দায়িত্ব দিয়েছে, পালন করেছি। আগামী দিনেও পালন করে যাব।” কিন্তু এরপরই অভিষেক বলেন, “তবে হ্যাঁ, আমি বলছি বয়স হলে কর্মক্ষমতা কমে। আমি যখন নবজওয়ার যাত্রা করেছিলাম, তখন আমার বয়স ছিল ৩৬। দু’মাস-আড়াই মাস ধরে রাস্তায় ছিলাম। আমার বয়স ৩৬ বলেই তা পেরেছি। ৭০ বছর হলে নিশ্চয়ই পারতাম না।” অভিষেকের কথায়, “২০ বছর পর আমার বয়স যখন ৫৬ হবে তখন কর্মক্ষমতা আরও কমবে। ৬০ বছর পর আরও কমবে। ৮০ বছর পর আরও কমবে।” অভিষেকের এই বয়সের শর্ত মানতে নারাজ দমদমের তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায়। কদিন আগে তিনি বলেছিলেন, “আমরা বেউ কাযখানার শ্রমিক নই। রাজনৈতিক কর্মী। আমাদের অবদান বৌদ্ধিক তথা ইন্টেল্যাকচুয়াল। সেই



পারফরম্যান কারখানার শ্রমিকদের মতো মাথা যায় না।” কিন্তু সৌগত রায়দের বক্তব্য যে তাঁর কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, এদিন ফের তা বুঝিয়ে দিয়েছেন অভিষেক। সেই সঙ্গে বোঝাতে চেয়েছেন, তাঁর অবস্থানে তিনি অন্যটা লোকসভা ভোট আসছে, তাই আপাতত তিনি তাঁর নির্বাচন কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারে বিশেষ নজর দেননি। তার পর দলিত তাঁকে লোকসভা ভোটে বাদ দেনও দায়িত্ব দেয়, তা পালন করবেন। তৃণমূলের এই তরুণ নেতার কথায়, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খুবই সংগঠিত ভাবে দল চালাচ্ছেন। আমার যতটুকু শক্তি রয়েছে, সব দিয়ে তাঁর পাশে থাকব। একশ সালে আমাকে নেতৃত্ব দিতে বলা হয়েছিল, আমি দিয়েছি। আমাকে নবজওয়ার যাত্রা করতে বলা হয়েছিল, আমি করেছি। ‘দিদির সুরক্ষা কবচ’ নিয়ে যাত্রা করেছি। চব্বিশ সাত দল আমাকে দায়িত্ব দিলে তাও অক্ষরে অক্ষরে পালন করব।” ডায়মন্ড হারবার যে তাঁর আগ্রাহিকার তা বোঝাতে গিয়ে অভিষেক বলেন, “পঞ্চায়েতের নেতার কাছে যেমন আগে তাঁর পঞ্চায়েত তার পর রুক। ডেমোনই দল প্রাণী করলে ডায়মন্ড হারবার আমাকে দেখতেই হবে।” পর্ববক্ষকদের অনেকের মতে, অভিষেক এদিন যা বলেছেন তার অর্থ স্পষ্ট। দলে নবীনদের জয়গা দেওয়ার প্রসঙ্গে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর যে মতান্তর চলছে, সেই অবস্থানে তিনি অনড়। অর্থাৎ কড়া দরকারকি এই এখনও চালিয়ে যাচ্ছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে আগামী দিনে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ রসায়নে বদলে যাওয়া উড়িয়ে দেওয়া তাই যাচ্ছে না।

রবিবাসরীয় ব্রিগেড দেখাল, এখনও পুরনো চালই নজর কাড়ে

‘যে মাঠে খেলা হবে বলেছিলাম, সেই মাঠের দখল নিতে এসেছি’

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জানুয়ারিঃ শনিবার সিপিএমের যুবনেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায় বলেছিলেন, ব্রিগেড সফল হল কিনা রবিবার দুপুর ১২টায় বোঝা যাবে। চব্বিশ ঘণ্টা পর দেখা গেল, প্রায় কানায় কানায় পূর্ণ ব্রিগেড। ড্রোন থেকে তোলা ছবিটা আরও মনোপ্রাণী। কারণ, ডান বা বাম যারই সভা হোক না কেন, এই ডরা ডরা ব্রিগেড যেন বাঙালি প্রতিবাদী সত্তার স্মারক হয়ে আছে। শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের দাবিতে টানা দু’মাস ধরে ২৯১০ কিলোমিটার পথ হেঁটেছেন মীনাক্ষীরা। তার পর এত বড় আয়োজন মোটেই কম কথা নয়। বাংলায় নতুন প্রজন্মের রাজনীতিকদের মধ্যে উদ্যমের নিরিখে মীনাক্ষীর এই ইনসারফ যাত্রা স্মরণে থেকে যাওয়ার মতোই। তবু রবিবাসরীয় ব্রিগেড যেন বুঝিয়ে দিল, এখনও পুরনো চালই নজর কাড়ে। মীনাক্ষীরের আয়োজন, উদ্যম ও উৎসাহে ক্রটি না থাকলেও এদিন যুব নেতা-নেত্রীদের বক্তৃতায় স্কুলিঙ্গের অভাব ছিল বেশ স্পষ্ট। সৃজন-হিম্মতরাজ-মীনাক্ষীদের বক্তৃতা দূরদর্শন বা মোবাইল স্ক্রিনের দর্শকের দূরস্থান, ব্রিগেডে সিপিএম সমর্থকদেরও আহার্যি আন্দোলিত করতে পারেনি। বরং সভার একেবারে শেষ বক্তৃতায় তীক্ষ্ণ, ঝাঁঝালো ও শ্রেয় মাখানো কথায় হাততালি পেলেন প্রবীণ নেতা তথা দলের

রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। এদিন ব্রিগেডে মীনাক্ষীদের সভার মূল উদ্দেশ্য ও বিষয়ে ছিল, এক-নতুন প্রজন্মকে বামপন্থী আন্দোলনের প্রতি আরও আগ্রহী করে তোলা। দুই, পঞ্চায়েত ভোটের সময় থেকে বৃথ ও রুক স্তরে যে আন্দোলন সঞ্চার করা হচ্ছে তা

গেছি’। মীনাক্ষীর এই ‘ভুলে গেছি’ বলার মধ্যে কতটা সারল্য ছিল, তা কেউ না দেখলে শুধু লিখে বোঝানো সম্ভব নয়। মীনাক্ষী যেখানে শেষ করেছিলেন, ঠিক সেখান থেকে শুরু করেন দলের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম। তিনি এদিন বলেন, “বাম আর

সেলিমের এই কথায় জোরালো হাততালি দেয় ব্রিগেড। সেই উজ্জীবিত ভিডের উদ্দেশ্যে দলের রাজ্য সম্পাদক এর পর বলেন, “যাঁরা চুরি করেছে, রাজ্যের মানুষ তাঁদের শাস্তি চাইছে। যৌবনকে দেখে বলছে, তোমরা পারবে।” সংসদের সদস্য থাকার সময়ে দলের

করতে কত সময় লাগবে?” তাঁর কথায়, “মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এখন সব ভুলে গেছেন। বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি, উন্নয়ন, কর্মসংস্থান তিনি সব বাজি রেখেছেন শুধু তাঁর পরিবারকে রক্ষা করার জন্য।” এর পরই ভাইপোর প্রসঙ্গ তোলেন মহম্মদ সেলিম। সিপিএম রাজ্য

নিতে এসেছি।” এরপরই মমতা-মোদিকে এক যোগে বিধতে শুরু করেন। এ কথা-ও কথায় মীনাক্ষী প্রশ্ন তোলেন, কারা বলে বামপন্থীরা শূন্য? তারপরই শূন্যের মানে বোঝান তিনি। বলেন, “আসলে শূন্যের মূল্য ওরা জানে না। ওরা বামপন্থীদের শক্তিকে ভয় পায়।” মীনাক্ষী আভাসদের মতোই সেলিমও বলেন আন্দোলনকে বৃথ স্তরে নিয়ে যাওয়ার কথা। বৃথ ও ব্লকের সংগঠনকে শক্তিশালী করার কথা। তৃণমূল যে আরএসএসের পরিকল্পনা মাফিক চলছে তা মানুষকে বোঝাতে হবে। তাঁর কথায়, “কান্তকে আরও শান দিতে হবে। হাতুড়িকে আরও শক্তিশালী করতে হবে।” রবিবার সেলিমের বক্তৃতার শেষের আগেও শেষ ছিল। এক সময়ে তিনি বলেন, “এখানেই বক্তৃতা শেষ করতে পারতাম, কিন্তু আপনারা যখন শুনতে চাইছেন, তখন আরও দু-চার কথা বলি।” এ কথা বলেই মণিপূরের প্রসঙ্গ তোলেন সেলিম। বিজেপির বুলডোজার রাজনীতির বিরুদ্ধে সরব হন। তাঁর কথায়, “দিল্লিতে যখন পরিবারী শ্রমিকের বস্তিতে বিজেপি বুলডোজার চালায় তখন কোনও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যান না, বৃন্দা কারাত গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন।” সভার শেষে সেলিম বলেন, “ঐক্যে নিয়ন্ত্রিত ভোট ট্রেলার দেখিয়েছি, এবার সিনেমা দেখাতে হবে। এটাই মূল কথা।” ছবি-সৌরভ দত্ত

আজ গঙ্গাসাগরে যাবেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জানুয়ারিঃ গঙ্গাসাগর মেলা শুরু হতে দিন কয়েকের অপেক্ষা মাত্র। মেলার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি এখন তুঙ্গে। পুলিশ থেকে প্রশাসন-সকলের ব্যস্ততা চোখে পড়ার মতো। তার মধ্যেই সোমবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যাবেন গঙ্গাসাগরে। প্রস্তুতির ফাঁকফোকর যাতে না থাকে, সেদিকে কড়া নজর জেলা প্রশাসনের। গত বছরের মত এবারও নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে ফেলা হয়েছে গোটা গঙ্গাসাগরকে। আগত পুণ্যাধীনের যাতে কোনওকম অসুবিধা না হয়, তার জন্য সবরকম পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেই নির্দেশ মোতাবেক একাধিক ব্যবস্থা করা হয়েছে। তবে গতবারের তুলনায় এবার পুলিশ নজরদারি আরও



বাড়ানো হয়েছে। গঙ্গাসাগর মেলার উদ্বোধনের আগে থেকেই সেখানে ভিড় করছেন পুণ্যাধীরা। সকলের গতিবিধির ওপর নজর রাখতে দিকে দিকে ওয়াচ টাওয়ার করা হয়েছে। সেখান থেকেই মানুষের ভিড়ের ওপর দৃষ্টি রাখছেন পুলিশ কর্মীরা। এছাড়াও খোলা হয়েছে মেগা কন্ট্রোল রুমও। সেই কন্ট্রোল রুমের দায়িত্বে আছে একটি বিশেষ দল। কোনওরকম অসুবিধা দেখা দিলেই কন্ট্রোল রুম থেকে তা মোকাবিলা করা হবে। গোটা গঙ্গাসাগর মেলা চত্বর সিসি ক্যামেরায় মুড়ে ফেলা হয়েছে। আগের বারের থেকে আরও বেশি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। কন্ট্রোল রুম থেকে সেইসব ক্যামেরার ফুটেজ নজর রাখা হবে।

লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করছেন মোদি! বেছে নিয়েছেন নীতীশের রাজ্য

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারিঃ ইন্ডিয়া ব্লক যখন আসন সমঝোতায় ব্যস্ত, সেই সময় লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করতে চলেছে বিজেপি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিহার থেকে সেই প্রচার শুরু করতে চলেছেন বলে সূত্রের খবর। ১৩ জানুয়ারি বিহারের চম্পারনে সমাবেশের মাধ্যমে দলের লোকসভা নির্বাচনের প্রচারের দামা বাজিয়ে দিতে চলেছেন প্রধানমন্ত্রী। সূত্রের খবর, ১৩ জানুয়ারি বিহার সফরে প্রধানমন্ত্রী মোদি বিহার জুড়ে বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্ত্তর স্থাপন করবেন। বিহারে লোকসভার আসন ৪০টি। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এমন একটি রাজ্য থেকে লোকসভা নির্বাচনের প্রচার শুরু করতে চলেছেন, যেখানে গত নির্বাচনে ৩৯টি আসন পেয়েছিল এনডিএ। আর বাকি আসনটি গিয়েছিল কংগ্রেস দলকে। পরে আনন্দের নীতীশ কুমারের জেডিউএ এনডিএ থেকে আলাদা হয়ে যান। এবার বিহারের চল্লিশটি আসনে জয়ের লক্ষ্যে ব্যাপক পরিকল্পনা নিয়েছে গেরুয়া শিবির। জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে প্রধানমন্ত্রী মোদি ছাড়াও, সেক্সটমন্ত্রী অমিত শাহ এবং বিজেপি সভাপতি জেপি নাজডাও বিহারে হওয়া সমাবেশগুলিতে ভাষণ দেবেন। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে প্রধানমন্ত্রী মোদি জানুয়ারিতেই বেঙ্গলুরাই, বেত্তিয়া ও গুরঙ্গাবাদের জনসভায় ভাষণ দেবেন। অমিত শাহ জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে সীতামারি, মাধেপুরা এবং নালন্দার সমাবেশে ভাষণ দেবেন।

ফের বিস্ফোরক মনোরঞ্জন, ‘সঠিক বিচার চাই, না হলে বলাগড় বাঁচাও আন্দোলন করব’



দুরন্ত বার্তা, বলাগড়, ৭ জানুয়ারিঃ রবিবার সকালে ফের ফেসবুকে ‘বিস্ফোর’ করলেন তৃণমূল বিধায়ক মনোরঞ্জন ব্যাপাধী। আজ ৭ জানুয়ারি, সন্ধ্যেলো ফেসবুক লাইভে আসার কথা ছিল তাঁর। কেনে তিনি বলাগড় বিধানসভা থেকে দূরে বসে আসছেন, তা জানাবেন বলে ঘোষণা করেছিলেন দলিত সাহিত্যিক তথা বিধায়ক মনোরঞ্জন। কিন্তু ঠিক তার আগেই ফেসবুকে পোস্ট করলেন তিনি। সেখানে মনোরঞ্জন বিজেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘অনুগামী’ বলে দাবি করেন। তারপরই সঠিক তদন্তের দাবি জানান। কী নিয়ে তদন্ত চেয়েছেন বলাগড়ের বিধায়ক? যুব তৃণমূলনেত্রী রুনা খাতুনের সঙ্গে মনোরঞ্জনের বিবাদ অনেকদিনের। বিধায়ক রুনার বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ করেছিলেন। তাঁর দাবি, রুনা এক স্কুলে অবৈধভাবে চাকরি পেয়েছেন। কীভাবে তিনি চাকরি পেলেন, কে তাঁকে চাকরির ব্যবস্থা করে দিলেন? কীভাবে বছরের পর বছর ডিউটি না করে মাইনে নিয়েছে? এইসব অভিযোগই তুলেছিলেন মনোরঞ্জন। এদিনের পোস্টে তিনি বলেন, তাঁর অভিযোগ খতিয়ে দেখে উপযুক্ত তদন্ত হোক। ‘সঠিক’ তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য দু’দিন সময়ও দিলেন মনোরঞ্জন। তবে দু’দিনের মধ্যে ‘সঠিক বিচার’ না পেলে বলাগড়বাসীকে সঙ্গে নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনে নামবেন বলেও জানান মনোরঞ্জন। পোস্টে তিনি লিখেছেন, ‘দলের দিকে তাকিয়ে দেখব আর একটা দু’টো দিন। সঠিক বিচার না পেলে তারপর দলান্ত নির্বিশেষে সমস্ত সাধারণ মানুষকে সঙ্গে নিয়ে শুরু করব বলাগড় বাঁচাও, দুস্কৃতি হঠাও জনজাগরণ আন্দোলন। তৈরি থাকুন! সতেরোটা অঞ্চল জুড়ে পদযাত্রা করব। থানার সামনে, বিডিও আফিসের সামনে বিক্ষোভ হবে, হবে প্রতীকী চাক্কা জামা।’ ফেসবুক পোস্টের শুরুতেই মনোরঞ্জন, রুনা ও তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন। তিনি লেখেন, যে দলীয় কার্যালয়ে বসে আজ তার ফেসবুক লাইভ করার কথা, সেই কার্যালয়ে গতকাল রাতে হামলা চালানো হয়। শুধু তাই নয়, এক পঞ্চায়েত কর্মীর বাড়িও ভাঙা হয়েছে। মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ করেন তৃণমূল বিধায়ক। তবে তাঁর অনুগামীদের পাঠ্য হামলার পরিকল্পনা নিতে বারণ করেছেন মনোরঞ্জন। সকলকে এখন শান্ত থাকতে বলেছেন তিনি। সেইসঙ্গে ভাঙুরের ঘটনা নিয়ে থানায় লিখিত অভিযোগ জানানোর পরামর্শ দিয়েছেন বলাগড়ের তৃণমূল বিধায়ক। তিনি আরও লেখেন, ‘আমি দলের এক অনুগত সৈনিক, দিদি মমতা ব্যানার্জীর অন্ধভক্ত। আবারও বলছি- অন্ধভক্ত। দিদির আদেশ আমার কাছে ‘ভগবানের’ আদেশ। বিধায়ক পদ তো অতি তুচ্ছ, যদি দিদি বলেন, তার চেয়ে যদি বড় কিছু থাকে তাও তাঁর আদেশে এক মুহূর্তে বিসর্জন দিতে দু’বার ভাবব না।’ পোস্টের শেষে মমতার পাশাপাশি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও নাম নিয়েছেন মনোরঞ্জন।

ডানকুনিতে সুকান্তের নেতৃত্বে বিজেপির বাইক মিছিল আটকে দিল পুলিশ, এলাকায় উত্তেজনা

দুরন্ত বার্তা, ডানকুনি, ৭ জানুয়ারিঃ হুগলি জেলার ডানকুনিতে বিজেপির মিছিল আটকানোর অভিযোগ উঠল পুলিশের বিরুদ্ধে। বিজেপির শ্রীরামপুর সাংগঠনিক জেলা যুব মোর্চার উল্লোকে রবিবার বাইক মিছিল বের হয়। বাইক মিছিলের নাম দেওয়া হয়েছে যুব সংকল্প বাইক যাত্রা। ডানকুনি টোমাথা থেকে শুরু হয় সেই মিছিল। সেখান থেকে জোমজুড় থানা অবধি মিছিল হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বিজেপির বাইক মিছিল ডানকুনি হাউসিং মেডো আসতেই তা আটকে দেয় পুলিশ। সেখানে পুলিশের সঙ্গে

রীতিমতো ধস্তাধস্তি হয় বিজেপি কর্মীদের। এই মিছিলের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন সুকান্ত মজুমদার। মূলত রাজ্য সরকারের দুর্নীতির প্রতিবাদে এই বাইক মিছিলের আয়োজন করেছিলেন বিজেপির যুব মোর্চা। লোকসভা ভোট যত এগিয়ে আসছে রাজ্যের বিভিন্ন দুর্নীতি ইয়াতে সুর ডাডাছে গেরুয়া শিবির। এই মিছিলের জন্য পুলিশের কাছে অনুমতিও চাওয়া হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে বিজেপি সূত্রে। কিন্তু লিখিতভাবে আবেদন করা সত্ত্বেও পুলিশ অনুমতি দেয়নি বলে অভিযোগ বিজেপি।

কোন পথে দুর্নীতির টাকা বিদেশে পাচার, জানতে শংকরের আত্মীয়দের জেরা করতে পারে ইডি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জানুয়ারিঃ রেশন দুর্নীতির টাকা বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময়ের নামে বিদেশে পাচারের অভিযোগে শুক্রবার গভীর রাতে বনগাঁ পুরসভার প্রাক্তন পুরপ্রধান শংকর আত্মকে গ্রেফতার করেছে ইডি। এর পর শংকর ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের নামে ৬টি বৈদেশিক মুদ্রা বিনিময় সংস্থা রয়েছে। যার মধ্যে রয়েছে এসআর আত্ম ফিনান্স প্রাইভেট লিমিটেড, অর্পণ ফরেজ প্রাইভেট লিমিটেড, শংকর ফরেজ প্রাইভেট লিমিটেডের মতো সংস্থা। এই সংস্থাগুলির কোনওটির ডিরেক্টর পদে রয়েছেন শংকরের স্ত্রী জ্যোত্স্না, কোনওটায়ে ছেলে শুভ, কোনওটায়ে আবার মেয়ে ঋতুপর্ণা। শংকরের ভাই মলয়ও কিছু কম যান না। মলয়ের স্ত্রী তানিয়া আচার নামে

রয়েছে ত্রিনয়নী ফরেজ প্রাইভেট লিমিটেড মলয়ের নামে রয়েছে আত্ম ফরেজ প্রাইভেট লিমিটেড। দম্পতির নামে অঞ্জলি আইসক্রিম প্রাইভেট লিমিটেড নামে গাইঘাটায় একটি কারখানাও রয়েছে। ইডি সূত্রে খবর, দুর্নীতির টাকা বিদেশে পাচার করতে নানা পন্থা নিয়েছিলেন শংকর আত্ম।

কোটি টাকা ক্রেশন বণ্টন দুর্নীতির। কী ভাবে টাকা বিদেশে পাচার হয়েছে তা জানতে শংকরের আত্মীয়দের জেরা করতে পারে ইডি। রেশন বণ্টন দুর্নীতির তদন্তে শুক্রবার সকাল ৭টা ৩০ মিনিটে বনগাঁয় শংকর আচার একাধিক চিকানায় হানা দেয় ইডি। প্রায় ১৭ ঘণ্টা তল্লাশির পর রাত ১২টা নাগাদ গ্রেফতার হন শংকর আত্ম। গাড়ি করে শংকর আত্মকে নিয়ে বেরনোর সময় ইডি আধিকারিকদের ওপর হামলা চালায় শংকরের অনুগামীরা। হামলায় ভাগে ইডির গাড়ির কাচা পরিস্থিত সামাল দিতে লাগি চালায় কেন্দ্রীয় বাহিনী। বাড়ি থেকে বেরনোর সময় শংকর আত্ম বলেন, “আমাকে ফাঁসানো হয়েছে। তদন্তকারীদের বলেছি যেন সুবিধার হয়।” শুক্রবার রাতে শংকর আচারের গ্রেফতারের পর স্ত্রী জ্যোত্স্না আত্ম বলেন, “সারাদিন বাবসা নিয়ে প্রশ্ন করল। রাত ১২টা ১৫ মিনিট নাগাদ ইডি এক আধিকারিক এসে বলেছেন জ্যোতির্মীরা। কোন কাগজে ওর নাম বলেছে। আপনাকে গ্রেফতার করা হল। আমার স্বামীকে ফাঁসানো হয়েছে। রেশন দুর্নীতির কিছু ও জানেই না।” শনিবার থুকে আলাপিতে পেশ করা হলে ১৪ দিনের ইডি হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক।



ফের বিদেশে বড় জয় মোদির! কটাক্ষের জেরে পদ হারালেন মলদ্বীপের ৩ মন্ত্রী

মালে, ৭ জানুয়ারিঃ ফের বিদেশে বড় জয় মোদি সরকারের। লাক্ষাদ্বীপ বনাম মলদ্বীপ দ্বন্দ্বের মধ্যে, ভারত এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে বিদ্রোহের জন্য দায়ী সকল সরকারি কর্তৃক মলদ্বীপের বেশ কয়েকজন সরকারি কর্মী। রবিবার (৭ জানুয়ারি), এই বিষয়ে মলদ্বীপ সরকারের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল ভারত। এরপরই, মলদ্বীপ সরকার জানিয়েছিল, মন্ত্রীদের মতামত ব্যক্তিগত, তাদের সরকারি নীতি আলাদা। তবে, এখানেই শেষ নয়। ভারতের চাপের মুখে তিন-তিনজন মন্ত্রীকে বরখাস্ত করল তারা। বরখাস্ত করা হয়েছে, পরিবহন ও অসামরিক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হাসান জিহান, যুব ক্ষমতায়ন এবং তথ্য ও শিল্প মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী মরিয়ম শিউনা এবং যুব ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের

প্রতিমন্ত্রী মালশা। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমে মলদ্বীপ সরকারের মুখপাত্র ইব্রাহিম খলিলের উদ্ধৃতি দিয়ে বলা হয়েছে, বিতর্কিত মন্তব্যের জন্য দায়ী সকল সরকারি কর্তৃক মলদ্বীপের বেশ কয়েকজন সরকারি কর্মী। রবিবার (৭ জানুয়ারি), এই বিষয়ে মলদ্বীপ সরকারের কাছে উদ্বেগ প্রকাশ করেছিল ভারত। এরপরই, মলদ্বীপ সরকার জানিয়েছিল, মন্ত্রীদের মতামত ব্যক্তিগত, তাদের সরকারি নীতি আলাদা। তবে, এখানেই শেষ নয়। ভারতের চাপের মুখে তিন-তিনজন মন্ত্রীকে বরখাস্ত করল তারা। বরখাস্ত করা হয়েছে, পরিবহন ও অসামরিক মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী হাসান জিহান, যুব ক্ষমতায়ন এবং তথ্য ও শিল্প মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী মরিয়ম শিউনা এবং যুব ক্ষমতায়ন মন্ত্রকের

‘অপমানজনক মন্তব্য’ করেছেন, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে তারা দ্বিধা করবে না। সরকারের পক্ষ থেকে এই বিবৃতি জারির কয়েক ঘণ্টা পরই তিন মন্ত্রীকে বরখাস্ত করল মলদ্বীপ। গত সপ্তাহে লাক্ষাদ্বীপ সরকার গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী মোদি সোশ্যাল মিডিয়ায় তাঁর সেখানকার সৈকতে ভ্রমণের ছবি পোস্ট করে তিনি ভারতীয়দের



বরখাস্ত মলদ্বীপের মন্ত্রী মরিয়ম শিউনা, মালশা এবং হাসান জিহান।

লাক্ষাদ্বীপ ভ্রমণের আহ্বান জানিয়েছিলেন। এরপরই, মালদ্বীপের মন্ত্রী আবদুল্লাহ মাহজুম মজিদ সোশ্যাল মিডিয়ায় দাবি করেছিলেন, পর্যটনসহ যেকোনো লাক্ষাদ্বীপের প্রচার করে, মালদ্বীপ থেকে পর্যটকদের নজর ঘোরাতে চাইছে ভারত। সেখানকার মন্ত্রী মরিয়ম শিউনা, ভারত এবং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে অবমাননাকর মন্তব্য করেছিলেন। সেই মন্তব্য নিয়ে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে। মলদ্বীপের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি, মহম্মদ নাশিদ-সহ অনেকেই সোশ্যাল মিডিয়ায় মলদ্বীপের মন্ত্রীর ভাষা ব্যবহারের নিন্দা করেন। মলদ্বীপের প্রাক্তন ভাইস প্রেসিডেন্ট তথা বর্তমান পর্টেন মন্ত্রী, আহমেদ আদিবও জানান, প্রধানমন্ত্রী মোদিকে নিয়ে করা মলদ্বীপের বক্তব্যের নিন্দা করে মলদ্বীপ সরকার।

ভারতে করোনায় ৫ জনের মৃত্যু নতুন করে আক্রান্ত ৭৫৬, সক্রিয় রোগী ৪,০৪৯

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : দৈনিক করোনা-আক্রান্তের সংখ্যা ফের বৃদ্ধি পেলে ভারতে, তবে নিম্নমুখী সক্রিয় রোগীর সংখ্যা। বিগত ২৪ ঘন্টায় দেশে নতুন করে কোভিডে আক্রান্ত হয়েছেন ৭৫৬ জন। শনিবার সারাদিনে ভারতে করোনায় ৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। মহারাষ্ট্র ও কেরালা দু’জন করে প্রাণ হারিয়েছেন এবং জম্মু ও কাশ্মীরে একজনের মৃত্যু হয়েছে।কেওদ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ভারতে সক্রিয় করোনা-রোগীর সংখ্যা কমে ৪,০৪৯-তে পৌঁছেছে। এবং মৃত্যুর সংখ্যা ৫,৩৩,৩৯২। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, রবিবার সকাল আটটা পর্যন্ত ভারতে মোট সুস্থ হয়েছেন ৪,৪৪,৮০৬,৬৯৬ জন করোনা-রোগী। মোট টিকাকরণের সংখ্যা এই মুহূর্তে ২২০,৬৭,৭৯,০৮২।

কেরলের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী থমাস ইসাককে নোটিশ জারি ইডির

কোচি, ৭ জানুয়ারি : কেরলের প্রাক্তন অর্থমন্ত্রী থমাস ইসাককে রবিবার নোটিশ জারি করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তাঁকে আগামী ১২ জানুয়ারি কোচিতে ইডির অধিকারিকদের সামনে উপস্থিত থাকার নির্দেশ জারি করা হয়েছে। কেরল ইন্সপেক্টাকার ইনভেস্‌সমেন্ট ফান্ড বোর্ডের (কেআইআইএফবি) মশলা বস্ত্র মামলার স্বার্থে তদন্তের খাতিরে এই নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ইডি সূত্রে রবিবার এই তথ্য জানানো হয়েছে।গত মাসের ২৪ নভেম্বর কেরল হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চ ইডিকে নতুন সমন জারি করার অন্তিমত দিয়ে একক বেঞ্চের সিদ্ধান্ত স্থগিত করার পরে ইডি সমন প্রত্যাহার করে। আইনহি পরামর্শ নেওয়ার পরে ইসাককে আবার নতুন করে সমন জারি করার সিদ্ধান্ত নিচ্ছে। সমনটিতে বলা হয়েছে যে তাঁকে কেআইআইএফবি-র মসলা বস্ত্র সম্পর্কিত তথ্য জানানতে ডাকা হচ্ছে।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ে হতশাশ কাশ্মীরি নেতারা, বিজেপির মতে উপত্যকার জনগণের জয়

শ্রীনগর ও নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারিঃ জম্মু ও কাশ্মীরের বিশেষ অধিকার প্রসঙ্গে সুপ্রিম কোর্টের রায়ে হতশাশা ব্যক্ত করলেন জম্মু ও কাশ্মীরের নেতারা। আবার বিজেপির মতে, এই রায়ে আসলে জয় হল উপত্যকার জনগণের।জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা ন্যাশানাল কনফারেন্স নেতা ওমর আবদুল্লাহ সুপ্রিম কোর্টের রায় শোনার পর জানান, তিনি হতাশ। তবে আশাহত হননি। ওমরের কথায়, ‘ হতশাশ তাতে আশাহত নই। আমাদের লড়াই জারি থাকবে। বিজেপির এই জায়গায় পৌঁছতে বড় বছর সময় লেগেছে। আমরাও দীর্ঘ লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত।’’ পিডিপি প্রধান মেহবুবা মুফতি বলেছেন, আমাদের হতশাশ হওয়া উচিত নয়, জম্মু ও কাশ্মীর বেশ কিছু উত্থান-পতন দেখেছে, ৩৭০ অনুচ্ছেদকে একটি অস্থায়ী বিধান বলে সুপ্রিম কোর্টের রায়, আমাদের কাছে পরাজয় নয়, কিন্তু ভারতের ধারণার পরাজয়। আমি দেশের জনগণকে বলতে চা,যে আপনারা অকেইকি এই (রায়) উদযাপন করছেন, এখন জম্মু ও কাশ্মীরের কয়েকটি কারাগারে রূপান্তরিত করা হয়েছে এবং সমস্ত দোকানদারদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, সকাল দশটার আগে তাঁরা যেন দোকান না খোলেন। আমরা গৃহবন্দী ছিলাম... এটি একটি রাজনৈতিক যুদ্ধ যা যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এবং এ জন্য বহু মানুষ নিজেদের জীবন উসর্গ করেছেন। আমরা হাল ছাড়ব না, আমাদের একটিই হল লড়াই করতে হবে। আবার জম্মু ও কাশ্মীর পিপলস কনফারেন্স নেতা সাজাদ গণি লোন নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন, ৩৭০ ধারা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায় হতশাস্তজনক। রাজস্থানের রাজ্যপাল কলরাজ মিশ্র বলেছেন, এই রায় দেশের জাতীয় ঐক্য ও অখণ্ডতাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করবে। ৩৭০ ধারার উপর শীঘ্র আদালতের রায়েয় বিষয়ে, উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুঙ্ন সিং ধামি বলেছেন, এই রায় জম্মু ও কাশ্মীরের জনগণের জন্য একটি জয়। আমি এই রায়কে স্বাগত জানাই।

ভোট দিলেন শেখ হাসিনা, বললেন বাংলাদেশে গণতন্ত্র যেন বজায় থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে

ঢাকা, ৭ জানুয়ারি :সবাইকে ভোটকেন্দ্রে যাওয়ার ও ভোট দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভানেত্রী শেখ হাসিনা। রবিবার সকাল ৮টা নাগাদ ঢাকা সিটি কলেজ কেন্দ্রে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ভোট দেওয়ার পর সাংবাদিকদের তিনি এ কথা বলেন। শেখ হাসিনা বলেন, ভোটের সৃষ্ট পরিবেশ রয়েছে। ভোটকেন্দ্রে আসবেন, আপনার ভোট অনেক মূল্যবান। নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি। হাসিনা জোর দিয়ে বলেছেন, আমাদের দেশ সার্বভৌম এবং স্বাধীন, আমাদের বিশাল জনসংখ্যা আছে। আমরা জনগণের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছি, বাংলাদেশে গণতন্ত্র যেন বজায় থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে।ভোট দেওয়ার পর শেখ হাসিনা বলেন, ‘ যে ভোট সৃষ্টভাবে



করতে পারছি, সে জন্য আমি আমার দেশের মানুষের প্রতি, জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ, অনেক বাধা ছিল। অনেক বিপত্তি ছিল। কিন্তু দেশের মানুষ তাদের ভোটের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয়েছে

এবং নির্বাচনটা যে একান্ত জরুরি, তা বুঝতে পেরেছে। জনগণ তার ইচ্ছেমতো ভোট দেবে। আমরা ভোট দেওয়ার পরিবেশ তৈরি করতে পেরেছি।’উল্লেখ্য, ২০০৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিত

নবম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকার গঠন করে। এরপর ২০১৪ ও ২০১৮ সালের পরপর দুই নির্বাচনেও আওয়ামী লীগ জয়ী হয়। শেখ হাসিনা এদিন ভোট দেওয়ার পর বলেন, ‘সাল থেকে গণতান্ত্রিক ধারা অব্যাহত আছে বলেই দেশের এই উন্নতিটা হয়েছে। আমাদের সামনে আরও কাজ রয়েছে। সেটুকু আমরা সম্পন্ন করতে চাই। আমি আশা করি, নৌকা মার্কা’র জয়লাভ হবে এবং আবার আমরা জনগণের সমর্থন নিয়ে সরকার গঠন করে আমরা আমাদের বাংলাদেশ যে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেরেছে, তা আমরা বজায়মান করতে পারব। এ বিশ্বাস আমার আছে। জনগণের ওপর আমার বিশ্বাস আছে।’

৭০,০০০ ব্যক্তিকে নিয়োগপত্র বন্টনের পর প্রধানমন্ত্রীর ভাষণ

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারিঃনমস্কার,আজ যেসব যুবক-যুবতী বন্ধুরা নিয়োগপত্র পাচ্ছেন তাঁদের জন্য এটি অবশ্যই একটি স্বারসায় দিনি, কিন্তু পাশাপাশি দেশের জন্যও এ এক ঐতিহাসিক দিন। ১৯৪৭ সালে আজকের দিনে অর্থা ২২ জুলাই ত্রিবর্ণ রঞ্জিত পতাকার বর্তমান স্বরূপকে সংবিধানে মান্যতা দেওয়া হয়েছিল। এই গুরুত্বপূর্ণ দিনে আপনারা সকলে সরকারি পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত হওয়ার নিয়োগপত্র পেয়েছেন। এটি আপনাদেরকে বিশেষ প্রেরণা দেবে। আজদি কা অমৃত মহোসসে যখন দেশ উন্নত হওয়ার লক্ষ্যে কাজে চলেছে তখন আপনাদের সরকারি চাকুরিতে আসা এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি আপনাদের প্রশিক্ষমের ফল। আমি যারা নিয়োগপত্র পেয়েছেন সেইসব যুবক-যুবতীদের ও তাদের পরিবার দর্শন করে অনেক অনেক অভিনঃ দন জানাই, অনেক অনেক শুভ কামনাও জানাচ্ছি। বন্ধুগণ,স্বাধীনতার এই অমৃতকালে আমি সব দেশবাসীকে আগামী ২৫ বছরে ভারতকে উন্নত করার সংকল্প গ্রহণের আহ্বান জানাই। আগামী ২৫ বছর আপনাদের সকলের সঙ্গে জন্য যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনই দেশের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে সমগ্র বিশ্বে ভারতে প্রতি যে চিন্তাভাবনা তৈরি হয়েছে, বিশ্বাস জন্মেছে, আকর্ষণ তৈরি হয়েছে, এই সবকিছুর সম্পূর্ণ লাভ গ্রহন করতে হবে। আপনারা দেখেছেন যে ভারত মাত্র ৯ বছরে বিশ্বের অর্থ ব্যবস্থার তালিকায় ১০ নম্বর থেকে ৫ নম্বরে উঠে এসেছে। বর্তমানে প্রায় সব বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, আগামী কয়েক বছরে ভারত দু’নিয়ায় প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসবে। প্রথম তিনটি অর্থনীতির দেশের তালিকায় উঠে আসা ভারতের জন্য এক অসম্ভাব্য সাফল্য হবে। কারণ সব ক্ষেত্রেই চাকুরির সম্ভাবনা বাড়বে, দেশের সাধারণ নাগরিকদের আয়ও বাড়বে। সব সরকারি কর্মচারীদের জন্যও এর থেকে বড় সুযোগ আর কিছু হতে পারেনা। আপনাদের সিদ্ধান্ত, আপনাদের পদক্ষেপ দেশান্তিরের জন্য, গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে এবং দেশের উন্নয়নে গতি সঞ্চার করবে। এটাই আমি বিশ্বাস করি। এই সুযোগ, এই চ্যালেঞ্জ এবং এই সম্ভাবনা সবকিছুই আপনাদের সামনে রয়েছে। আপনারা এই অমৃতকালে দেশ সেরার বিশেষ সুযোগ পেয়েছেন। দেশের জনগণের জীবন সহজ করতে তাদের সমস্যার সমাধান করতে আপনাদের এগিয়ে আসতে হবে, এটাই হলো উচিত আপনাদের প্রাথমিক লক্ষ্য। আপনারা যে বিভাগেই নিয়োগপত্র পেয়ে থাকুন না কেন, যে শহর বা গ্রামেই তা হোক, সর্বদা এ কথা মনে রাখবেন যেন আপনাদের কাজের ফলে জনগণের জীবনযাপন সহজ হয়। জীবনযাত্রার সরলীকরণ হয়ে, পাশাপাশি আগামী ২৫ বছরের মধ্যে উন্নত ভারত তৈরির জন্য অনুকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। কখনও কখনও আপনাদের ছোট-একটি প্রয়াস অনেক কারও ক্ষেত্রে দীর্ঘ কয়েক মাসের প্রতীক্ষার অসান ঘটাতে পারে। তাঁদের কোনো বিফল হতে যাওয়া কাজ সাফল্য অর্জন করতে পারে। আপনারা আমার একটি কথা অবশ্যই মনে রাখবেন, জনতা জনান্দ এবং তারা ঈশ্বরেরই অন্য রূপ। জনগণের থেকে পাওয়া আশীর্বাদ, দেশের দরিদ্র শ্রেণীর থেকে পাওয়া আশীর্বাদ সর্বদাই ভগবানের আশীর্বাদের সমান হয়। এইজন্য আপনারা অন্যদের সাহায্য করার চিন্তাভাবনা নিয়ে কাজ করবেন। এরফলে আপনাদের যশ বাড়ি পাবে। আপনারা নিজেরাও সমৃদ্ধ হবেন।বন্ধুগণ,আজকের এই অনুষ্ঠানে ব্যক্তিঃ ক্ষেত্রে বহু মানুষ

নিয়োগপত্র পেয়েছেন। অর্থ ব্যবস্থার উন্নয়নের জন্য আমাদের ব্যক্তিঃ ক্ষেত্রের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে প্রাক্ট ওঠে বার বার। ব্যাক্সের ওপর অথবা চাপ বাড়বে, ব্যাক্সের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাক্সের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনখন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা নি-রা-ত এক করে কাজ করছেন। যে পরিশ্রম করছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুধর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আগেও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যক্তিঃ ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে শ্রমজীবী ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টি তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণ করেছে। ব্যাক্সের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছাই দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমাণ ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমে ফলে দেড় কোটির বেশি উপাধাপতির রোজগার হারানোর সন্তানরা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিরণী সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম ঠেষ্টা চালান।তখন সরকার কুটপাখ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য ঋণিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাক্সের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঘন দেওয়ার কাজ করেন ব্যাঙ্ক কর্মীরা। বর্তমানে আমাদের ব্যাঙ্ক কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমে ফলে ৫০ লক্ষের বেশি ঠাণ্ডাওয়ালা, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক থেকে সাহায্য পেয়েছেন। আমি সব ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রশংসা করি, তাদের অভিনঃদন জানাই। আপনারাও যখনই ব্যক্তিঃ ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তখনই এক নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নতুন বিশ্বাস এবং সমাজের জন্য কিছু করার এক নতুন চিন্তা তৈরি হবে এভাবেই এতদিন যারা পরিশ্রম করেছেন তাদের সঙ্গে যুক্ত হবে আপনাদের শ্রম। আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি যে আমরা ব্যক্তিঃ ক্ষেত্রের সহায়তা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর মানুষকেও সক্ষম করে তুলতে পারাবো। আপনাদের আজ যারা নিয়োগ পত্র পেয়েছেন তারা এই সংকল্প সঙ্গে করেই সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন বলে আমার আশা।বন্ধুগণ,যখন সঠিক চিন্তা-ভাবনা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সঠিক নীতি তৈরি করা হয়, তখন তার ফল অবশ্যই ভালো হয়। এর

প্রশ্নের পর প্রশ্ন তোলেন। যেসব দরিদ্র মানুষের কাছে অর্থ নেই তারা ব্যাঙ্কে অ্যাকাউন্ট খুলে কী করবেন? সেই প্রশ্ন ওঠে বার বার। ব্যাক্সের ওপর অথবা চাপ বাড়বে, ব্যাক্সের কর্মচারীরা কী করে কাজ করবেন সেই প্রশ্নও উঠেছিল। নানাভাবে নিরাশাজনক কথা ছড়িয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু আমার ব্যাক্সের বন্ধুরা দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের জন্য জনখন অ্যাকাউন্ট খুলেছেন। এরজন্য তাঁরা নি-রা-ত এক করে কাজ করছেন। যে পরিশ্রম করছেন তার ফলেই করোনাকালে সরকার কোটি কোটি মহিলার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি টাকা পাঠাতে পেরেছে।বন্ধুগণ,কিছু কিছু মানুষ কোনো কিছু শুধর আগে থেকেই অভিযোগ করতে শুরু করেন। সে রকমই অভিযোগ উঠেছিল আগেও একটি। বলা হয় আমাদের ব্যক্তিঃ ব্যবস্থায় অসংগঠিত ক্ষেত্রের জনগণকে সাহায্য করার জন্য কোনো সংস্থান নেই। পূর্ববর্তী সরকারের সময় কী হয়েছিল তা তো আপনারা ভালোভাবেই জানেন। কিন্তু ২০১৪ সালের পর পরিস্থিতি আর এমনটা নেই। সরকার মুদ্রা যোজনার মাধ্যমে শ্রমজীবী ব্যক্তিদের বিনা গ্যারান্টি তে ঋণ দেওয়ার ব্যবস্থা চালু করেছেন। সরকার মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জন্য ঋণের পরিমাণ দ্বিগুণ করেছে। ব্যাক্সের কর্মচারীরাই তখন অধিক থেকে অধিকতর স্বনির্ভর গোষ্ঠীর জনগণকে আর্থিক সাহায্য পৌঁছাই দিয়েছেন। সরকার যখন কোভিড কালে এমএসএমই ক্ষেত্রকে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত নেয় তখন এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই বেশি পরিমাণ ঋণ দিয়ে এমএসএমই ক্ষেত্রকে রক্ষা করতে সাহায্য করেন। তাঁদের পরিশ্রমে ফলে দেড় কোটির বেশি উপাধাপতির রোজগার হারানোর সন্তানরা রক্ষা করা যায়। সরকার যখন কৃষকদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে সরাসরি অর্থ পাঠানোর জন্য প্রধানমন্ত্রী কিরণী সম্মান নিধি যোজনা শুরু করে তখন ব্যাঙ্ক কর্মীরাই প্রযুক্তির সাহায্যে এই প্রকল্পকে সফল করার সব রকম ঠেষ্টা চালান।তখন সরকার কুটপাখ-এ বসে যারা নিজেদের পণ্য বিক্রি করেন সেইসব বিক্রেতাদের জন্য ঋণিধি যোজনা শুরু করে তখন আমাদের এই ব্যাঙ্ক কর্মীরাই তাদের দরিদ্র মা-বোনদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেন। কিছু কিছু ব্যাক্সের শাখায় তো এই ধরনের জনগণকে খুঁজে বের করে এই প্রকল্পের আওতায় আনার কাজ করা হয়। হাতে ধরে তাদের ঘন দেওয়ার কাজ করেন ব্যাঙ্ক কর্মীরা। বর্তমানে আমাদের ব্যাঙ্ক কর্মীদের কঠোর পরিশ্রমে ফলে ৫০ লক্ষের বেশি ঠাণ্ডাওয়ালা, ব্যবসায়ী ব্যাঙ্ক থেকে সাহায্য পেয়েছেন। আমি সব ব্যাঙ্ক কর্মচারীদের প্রশংসা করি, তাদের অভিনঃদন জানাই। আপনারাও যখনই ব্যক্তিঃ ক্ষেত্রের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন তখনই এক নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। নতুন বিশ্বাস এবং সমাজের জন্য কিছু করার এক নতুন চিন্তা তৈরি হবে এভাবেই এতদিন যারা পরিশ্রম করেছেন তাদের সঙ্গে যুক্ত হবে আপনাদের শ্রম। আমি সম্পূর্ণভাবে বিশ্বাস করি যে আমরা ব্যক্তিঃ ক্ষেত্রের সহায়তা দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর মানুষকেও সক্ষম করে তুলতে পারাবো। আপনাদের আজ যারা নিয়োগ পত্র পেয়েছেন তারা এই সংকল্প সঙ্গে করেই সামনের দিকে এগিয়ে যাবেন বলে আমার আশা।বন্ধুগণ,যখন সঠিক চিন্তা-ভাবনা থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, সঠিক নীতি তৈরি করা হয়, তখন তার ফল অবশ্যই ভালো হয়। এর

এক প্রমান মাত্র কিছুদিন আগেই প্রত্যক্ষ করেছে দেশ। নীতি আয়োগের রিপোর্টে দেখা গেছে যে ৫ বছরের মধ্যে ভারতের সাড়ে ১৩ কোটি মানুষ দরিদ্র রেখার ওপরে উঠে এসেছেন। ভারতের এই সাফল্যে সরকারি কর্মচারীদের পরিশ্রমও যুক্ত রয়েছে। দরিদ্র শ্রেণীর জনগণকে পাকা বাড়ি দেওয়ার প্রকল্প হোক বা তাদের জন্য শৌচালয় তৈরি করা বা বিদ্যু সংযোগ প্রদান করার প্রকল্পই হোক না কেন, আমাদের সরকারী কর্মীরা গ্রামে গ্রামে বাড়ি বাড়ি গিয়ে এই প্রকল্পের সুবিধা পৌঁছে দিয়েছেন। এই প্রকল্পগুলির সুবিধা যখন দরিদ্র শ্রেণীর মানুষের কাছে পৌঁছেছে তখন তাদের মনোবল বেড়েছে, বিশ্বাস তৈরি হয়েছে। এই সাফল্য এটাই প্রমান করে যে আমরা সকলে মিলে যদি ভারতকে দারিদ্র মুক্ত করার ষ্টেটা চলাই তবে দেশ থেকে দারিদ্র সম্পূর্ণভাবে দূর করা সম্ভব। এই কাজে সঙ্গে নিশ্চিতভাবে দেশের সকল সরকারী কর্মচারীর ভূমিকা বিশেষভাবে জড়িত রয়েছে। গরিব কিশোরের সঙ্গে যুক্ত যে প্রকল্পগুলি রয়েছে, আপনাদের সকলের শেগুলির বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে এবং জনগণকে এ সম্পর্কে অবগত করতে হবে।বন্ধুগণ,ভারতে ক্রমাগত দারিদ্র হ্রাস পাওয়ার অন্য একটি দিকও রয়েছে। দেশের নিও মিতল ক্লাস আওতাভুক্ত জনগণ ক্রমশ উন্নত হচ্ছেন। কর্মসংস্থানের নতুন সুযোগ তৈরি হচ্ছে তাদের সামনে। এই শ্রেণী জনগণের আয়ের চাহিদা রয়েছে, আকাঙ্ক্ষা রয়েছে। এই চাহিদা পূরণের জন্য বর্তমানে দেশে বিপুল সংখ্যায় উপাদানের কাজ চলছে। বর্তমানে আমাদের কারখানা ও উদ্যোগ ক্ষেত্রগুলি রেকর্ড পরিমান উপাদান করছে। আমাদের যুবক-যুবতীরা সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বর্তমানে যখন রেকর্ড পরিমান উপাদান তৈরিতে তখন এর সুবিধা সবচেয়ে বেশি পাচ্ছেন আমাদের যুবক-যুবতীরা। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে বর্তমানে দেশে বিপুল সংখ্যায় উপাদানের দৈখতে পারেন প্রায় প্রতিদিনই কোনো না কোনো নতুন রেকর্ড নিয়ে বা নতুন সাফল্য নিয়ে আলোচনা হয়। ভারতে রেকর্ড পরিমাণে মোবাইল ফোন রপ্তানী হচ্ছে। দেশে এ বছরে প্রথম ৬ মাসের মধ্যে যতো সংখ্যক গাড়ি বিক্রি হয়েছে তাও বিশেষভাবে উসাহব্যাঞ্জক। বৈদ্যুতিক সামগ্রীও ভারতে রেকর্ড পরিমান বিক্রি হচ্ছে। এই সবকিছুর থেকে দেশে রোজগার বাড়ছে, বাড়ছে কর্মসংস্থানের সুযোগ।বন্ধুগণ,ভারতের মেধার ওপর বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের নজর রয়েছে। বিশ্বের অনেক উন্নত অর্থ ব্যবস্থার তথ্যপ্রযুক্তি দেশে মেধা, চিকিৎসা, নার্স এবং উপসাগরীয় দেশগুলিতে নির্মাণকর্মীদের বিপুল চাহিদা রয়েছে। ভারতের মেধার দলক সল দেশে সব ক্ষেত্রেই বাড়ছে। এইজন্য বিগত ৯ বছরে সরকার দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ জোর দিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনার আওতায় আনুমানিক দেড় কোটির বেশি যুবক-যুবতীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। সরকার ৩০টি দক্ষ ভারত গ্রহনের জন্য আমাদের যুবক-যুবতীদের প্রস্তুত করা হবে। সমগ্র দেশে বর্তমানে নতুন মেডিকেল কলেজ, নতুন আইটিআই, নতুন আইআইআই, প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠান তৈরি করার কাজ চলছে। ২০১৪ পর্যন্ত আমাদের দেশে ৬৮০টির কাছাকাছি মেডিকেল কলেজ ছিল। বিগত ৯

ধবলেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন অশ্বিনী বৈষ্ণব, কটক থেকে ভোটে লড়ার গুঞ্জনও উড়িয়ে দিলেন



কটক, ৭ জানুয়ারি :গুড়িয়ার কটকের ধবলেশ্বর মন্দিরে পুজো দিলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব। রবিবার সকালে যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় কটকের ধবলেশ্বর মন্দিরে পূজার্চনা করেন রেলমন্ত্রী বৈষ্ণব। মন্দিরে পুজো দেওয়ার পর তিনি বলেন, আজ আমি বাবা ধবলেশ্বরের দর্শন পেয়েছি, সৌভাগ্যবান মন হচ্ছে। ভক্তি কেন্দ্র হিসাবে এই এলাকার উন্নয়নের বিষয়ে আমি পুরোহিত এবং অন্যদের সঙ্গে কথা বলেছি।ওড়িশা ওড়িশা জাতীয় রাজনীতিতে গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে যে, কটক থেকে আসন্ন নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারেন অশ্বিনী বৈষ্ণব, এই গুঞ্জনকে খারিজ করে দিয়ে রবিবার তিনি বলেছেন, না, তেমন কিছু নেই। আমি দলের একজন কর্মী মাত্র। দল আমাকে যা বলে আমি তাই করি।

বিএনপি-র গণতন্ত্রের সংজ্ঞা একেবারেই আলাদা, মন্তব্য অভিনেতা ফেরদৌস আহমেদের

ঢাকা, ৭ জানুয়ারি :নির্বাচন বয়কট করার বিএনপি-র সমালোচনা করলেন অভিনেতা তথা আওয়ামী লীগ প্রার্থী ফেরদৌস আহমেদ। রবিবার সকালে তিনি বলেছেন, তাদের (বিএনপি) গণতন্ত্রের সংজ্ঞা একেবারেই আলাদা। তাঁরা মানুষ হতা, সরকার সম্পত্তি ধ্বংস, সাধারণ মানুষের জীবন ধ্বংসে বিশ্বাসী। এটাই কি গণতন্ত্র? আমার সরকার এবং প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এটা বিশ্বাস করেন না।বাংলাদেশে ভোটগ্রহণ ও আওয়ামী লীগের জয় নিয়ে আত্মবিশ্বাসী ফেরদৌস বলেছেন, আমরা খুবই উদগ্রীব এবং অধীর আগ্রহে এই মুহূর্তের জন্য অপেক্ষা করছি। প্রধানমন্ত্রী নিজের ভোট দিয়েছেন। আমরা জিতছি, আমি ১০০ শতাংশ আত্মবিশ্বাসী। আমি জয়ী হব এবং আমার প্রধানমন্ত্রী পঞ্চমবারের মতো ক্ষমতায় ফিরে আসবেন।

শৈত্যপ্রবাহের কারণে দিল্লিতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত স্কুল আগামী ৫ দিন বন্ধ থাকবেঃআতিশি

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি : শৈত্যপ্রবাহের কারণে দিল্লিতে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত সমস্ত স্কুল আগামী ৫ দিন বন্ধ থাকবে। রবিবার সকালে একা জনিয়েছেন দিল্লির শিক্ষামন্ত্রী অতিশি মারলেনা। দিল্লির সমস্ত স্কুলে নার্সারী থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত পড়াশোনা আগামী ৫ দিন বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে দিল্লি সরকার। রবিবার শিক্ষামন্ত্রী আতিশি এই সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন।দিল্লিতে বর্তমানে শৈত্যপ্রবাহের পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। ভারতের আবহাওয়া বিভাগ আগামী কয়েকদিনের জন্য ঘন কুয়াশা, হালকা বৃষ্টিপাত এবং তাপমাত্রা হ্রাসের কারণে একটি হালদ সতর্কতা জারি করেছে। দিল্লির শিক্ষামন্ত্রী আতিশি সোশ্যাল মিডিয়া এক্স-এ পোস্ট করে স্কুল বন্ধের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন।

রাম মন্দিরের নির্মাণকাজ পরিদর্শন করলেন নৃপেন্দ্র মিশ্র, জানালেন প্রস্তুতি একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে

অযোধ্যা, ৭ জানুয়ারি :হাতে সময় বেশি আর নেই, আগামী ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় শ্রীমাদ মন্দিরের উদ্বোধন হতে চলবে। তার আগে রবিবার ফের একবার রাম মন্দিরের নির্মাণকাজ পরিদর্শন করলেন অযোধ্যা রাম মন্দির নির্মাণ কমিটির চেয়ারম্যান নৃপেন্দ্র মিশ্র। সরেজমিনে নির্মাণকাজ খতিয়ে দেখেন তিনি। কথা বলেন কটা ও অধিকারিকদের সঙ্গে।পরে নৃপেন্দ্র মিশ্র বলেছেন, আমি এখানকার ব্যবস্থাপনা পরিদর্শন করেছি, প্রস্তুতি শেষ পর্যায়ে। ভক্তদের কোনও অসুবিধা হবে না। কাজ য়াতো চলতে পারে, তবে দিনে ভক্তদের যাতে কোনও রকম অসুবিধা না হয়, তাই রাতে কাজ চলবে। নৃপেন্দ্র মিশ্র আরও বলেছেন, সব ব্যবস্থাপনা প্রায় শেষ পর্যায়ে। আমি সমস্ত ভক্তদের আশ্বস্ত করতে চাই, আগামী সপ্তাহে ফের তাঁরা খুব স্বস্তিতে এখানে (অযোধ্যা) আসতে পারবেন। যদিও কিছু কাজ এখনও চলমান থাকবে, তবে আমরা রাতে তা শেষ করব।

সন্দেশখালির ঘটনা গোটা দেশের জন্য চিন্তারগদলীপ ঘোষ

খাপপূর, ৭ জানুয়ারি :সন্দেশখালির ঘটনা গোটা দেশের জন্য চিন্তার। উদ্বেগ প্রকাশ করে বললেন বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। রবিবার সকালে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার খড়গপুরে বিজেপি কর্মীদের সঙ্গে চা চেষ্টের সময় সাংবাদিকদের দীঘল ঘোষ বলেন, বাংলার অবস্থা ভীষণ খারাপ। রাজ্যের মানুষ এই সরকারকে ভোট দিয়েছে। এই সরকার যা করেছে, তার জন্য মানুষ শাস্তি দেবে। কেন্দ্রীয় সরকার পারামর্শ দেওয়ার কাজ করছে এবং আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য সাহায্যের প্রস্তাব করেছে...অমরা দেখতে পাচ্ছি, বাংলাদেশের সীমান্তে পরিস্থিতি দেশের নিরাপত্তার জন্য ভালো নয়।প্রসঙ্গত, সন্দেশখালিতে ইডি-র অধিকারিকদের ওপর



হামলার নিন্দা করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ শতাব্দী রায়। এ প্রসঙ্গে দিলীপ ঘোষ বলেছেন, তিনি এমনভাবে কথা বলছেন যেন এমন ঘটনা এই প্রথম ঘটছে। সঃে দশখালির ঘটনা দেশের জন্য চিঠার। দেশের সীমানা নিরাপদ না থাকলে, সেখানে অসামাজিক গোষ্ঠী শাসন করে এবং সেখানে আইনশৃঙ্খলা না থাকলে তা উন্নয়নের বিষয়। রাজ্যে তাদের সরকার, তাৎক্ষই বাক্স নিতে হবে।অঙ্গের নিজেদের নেতাইএটা করছে।

ঘন কুয়াশা ও শীতে কাঁপছে দিল্লি পারদ নামল ৮.২ ডিগ্রিতে, প্রভাবিত রেল পরিষেবা

নয়াদিল্লি, ৭ জানুয়ারি :গুনকনে ঠান্ডা তো রয়েছেই, সঙ্গে দেসর ঘন কুয়াশা। এই ঈইয়ের দাপটে জনজীবন রবিবারও জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে রাজধানী দিল্লিতে, দিল্লিতে এদিন তাপমাত্রার পারদ নেমে ৮.২ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে। খারাপ আবহাওয়া কারণে রাস্তাঘাট দিল্লিতে এদিনও সমস্যার মধ্যে পাচ্ছেন সাধারণ মানুষজন। ঘন কুয়াশা ও খারাপ আবহাওয়ার কারণে ২২টি ট্রেন বিলম্বে চলাচল করেছে। এই ট্রেনগুলির মধ্যে রয়েছে, পুরী-নতুন দিল্লি পুরুষোত্তম এক্সপ্রেস, আজমের-কটরা পূজা এক্সপ্রেস, অমৃতসর-মুম্বই এক্সপ্রেস, ফিরোজপুর-সেওনি এক্সপ্রেস প্রভৃতিহা। কাঁপানো ঠান্ডায় কাঁপছে জাতীয় রাজধানী দিল্লি, শীতের দাপটে জ্বরযুগ অবস্থা গোটা উত্তর ভারতজুড়ে।। হরিয়ানা, পঞ্জাব, উত্তর ও পূর্ব রাজস্থান, পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশে ঠান্ডা এতটাই বেশি যে সকালের দিকে আগুনের তাপ নিতে দেখা যাচ্ছে মানুষজনকে। সর্বত্রই এখন জমজমাট ঠান্ডা। আপাতত এই শীত থেকে রেহাই মিলবে না বলেই জানিয়েছে ভারতীয় আবহাওয়া দফতর।

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা
কলকাতা:৮জানুয়ারিঃরবিবার, ২২পৌষ মাস ১৪৩০ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ৮জানুয়ারিঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈতঃৱাদ, কলিঃ৫২২৩, সৌরঃ২২পৌষ মাস, চান্দ ৭ মধুসূদন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাংব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দঃ, বাংলাদেশঃ২২পৌষ মাস ১৪৩০, ভারতীয় সিভিলঃ ২২পৌষ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অরুণা পুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১ঃ৬৫ ০২(৮)।শুক্র পক্ষ তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৮৮ঃ৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবিজ় রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৮৮ঃ৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিঃমেষঃজিহেগঃ অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২ঃ৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০ঃ৪ঃ২২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫ঃ৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২ঃ৩ঃ৩০ পর্যন্ত, তারার ১২ঃ ৫ঃ৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩ঃ২ঃ৫৪ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫ঃ২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২ঃ৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫ঃ৬ঃ ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৩ঃ৬ঃ০২ থেকে - ০৫ঃ৫ঃ২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি থেকে - ০৩ঃ৫ঃ২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২ঃ৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃঃ৫ঃ১ঃ৪ পর্যন্ত, তারপর ০ঃ৫ঃ২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২ঃ৪ঃ৩১ পর্যন্ত কুলিক বেলঃ দিন ০৭ঃ৫ঃ৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ ৪ঃ৪ঃ২ পর্যন্ত কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ ২ঃ৪ঃ২ থেকে - ০৮ঃ০ঃ৪ঃ০৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩ঃ১ঃ ২৫ থেকে - ১০ঃ৪ঃ৪ঃ২২ পর্যন্ত কালোলাঃদিন ১০ঃ৪ঃ৪ঃ২২ থেকে - ১১ঃ৩ঃ৮ঃ১৮ পর্যন্ত। রাত্রিঃ০৮ঃ৪ঃ৪ঃ২২ থেকে - ১০ঃ১ঃ১ঃ৪ঃ০৫ পর্যন্ত গ্রন্থকৃত্ত (সূর্য) উদয় কালীনীঃ৪রবিঃ১১ঃ১ঃ৪ঃ ৬১৯ (২৭) ৩ পদঃস্বঃ ২২১৫ঃ২০৫ (৭) ১ পদঃস্বঃ ৯২৭৫ঃ৩৫৯ (২৬) ২ পদঃবঃ ০২২২৫ (১) ১ পদঃবঃস্ফঃ ১০২৯ঃ৯ঃ২২ (২৫) ৬ পদঃস্বঃ ১০৮৭ঃ৭ (২৪) ১ পদঃবঃ ৯২৫৪ঃ৩০ (২৬) ১ পদঃরাঃ ১২২৭ঃ৬ (৩) ২ পদঃকৃত্তঃ ৭২২৭ঃ৫ (১৬) ৪

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ২৮.৩ডিগ্রি সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ১৯.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯২শতকরা এবং ৪১শতকরা। বৃষ্টি হয়নি রবিবার। জোয়ার-সকাল ৬টা ২১ মিনিট এবং রাতঃ৮টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৬টা ২০মিনিট। রাত-১০টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয়ঃ আঙ্ক ৬ টি ২১মিনিট এবং সূর্য অস্ত্য যাবে ঃ ৫ টি ০৫ মিনিটে।
--

মেঘরাশিঃ মানসিক শান্তির জন্য আপনাদের উত্তেজনার সমাধান করুন। এটি আরেকটি উচ্চ-শক্তিসম্পন্ন দিন এবং অপ্রত্যাশিত লাভ আসে থেকেই দেখা যায়। বৃষভ রাশিঃ আপনার সফর এবং সামাজিক জন্মায়োত আপনাকে ভারমুক্ত এবং খুশি করে রাখবে। আপনি আজ ব্যবসায় মিথুন রাশিঃ স্বাস্থ্যের দিক থেকে এটি অত্যন্ত ভালো দিন। আপনার মনের উচ্ছল অবস্থা আপনাকে কাঙ্খিত বল এনে দেবে এবং। কর্কট রাশিঃ আজ, আপনার স্বাস্থ্য সুস্থ হবে বলে আশা করা হচ্ছে। আপনার সুস্বাস্থ্যের কারণে আপনি আজ আপনার স্বপ্নেরে সিংহরাশিঃ কোনো বন্ধুর শীতল আচরণ আপনার খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু নিজেকে ঠান্ডা রাখার ষ্টেটা করুন। এটা যেন আপনাকে বিধস্ত না করে এবং পারলে বামেলো এড়িয়ে চলুন। আজ, আপনার ভবিষ্যনার আপনাকে আর্থিক সহায়তা চাইতে পারে। কন্যারাশিঃ আপনার স্বাস্থ্য ভালো রাখবে এমন জিনিসের উপর কাজ করার পক্ষে একটি ক

দিল্লিতে পরিবর্তন চাই এর ডাক দিয়ে ফ্যাম কনক্লেভ এর আয়োজন করা হয় হাওড়ায়

হাওড়া, ৭ জানুয়ারিঃ দিল্লিতে পরিবর্তন চাই এর ডাক দিয়ে রবিবার দুপুরে ফ্যাম (ফিমারলেস এআইটিসি মেম্বার্স ফর টিএমসি) কনক্লেভ এর আয়োজন করা হয় হাওড়ায়। পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেসের সোস্যাল মিডিয়া ও আইটি উইং এর উদ্যোগে হাওড়ার শরৎ সদনে রবিবার ওই সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের মূল স্লোগান ছিল দিল্লিতে পরিবর্তন চাই এবং প্রধানমন্ত্রী হোক মমতা। উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী ডা শ্রীশী পাঁজা, প্রাক্তন মন্ত্রী তৃণমূল নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় সহ তৃণমূলের সোস্যাল মিডিয়া ও আইটি উইং এবং ফ্যাম কমিউনিটির সদস্যরা। এদিন শশী



পাঁজা বলেন, ২০১১র আগে ৬৪ বছরের যে সরকার ছিল

সেই সময় রাহাজানি, খুন, ধর্ষণ, রাজনৈতিক হত্যা এবং অনেক

শিল্প কারখানা বন্ধ হয়ে যাওয়া জঙ্গি ট্রেড ইউনিয়নিসম, দখল,

পুকুরে বিষ দেওয়ার মতো ঘটনা ঘটেছে।

হয়েছে বঞ্চনাও। এগুলোর জন্য বাম সংগঠন কি কোনও অনুশোচনা প্রকাশ করেছেন ? তারা না ইনসার্ফি করেছেন না এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত করেছেন ? এরপরেই ইনিসার্ফের কথা আসবে। অসত্য কথা, কুৎসা এবং মানুষের মধ্যে বিভেদ এবং প্ররোচনা তৈরি করার মতো বিষয় আমরা সোস্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করিনা।

মিথ্যা, ম্যানিপুলেটিং ভিডিও বিজেপি করে। মনে করে এটাই তাদের অস্ত্র।

তাদের সোস্যাল মিডিয়ায় আন্তরিকতা নেই। রয়েছে কর্পোরেট টাইপের কাজ। এই

কারণে বিজেপির সোস্যাল মিডিয়ার অ্যাকাউন্টস অনেক সময় সাসপেন্ড করে দিয়েছে। প্রচণ্ডামূলক কথা লিখেছেন তার জন্য টুইটার অ্যাকাউন্ট সাসপেন্ড করে দেওয়া হয়েছিল। তারা যে কুৎসা রটান তা বন্ধ করার জন্য টিএমসি তাদের কাজ করছে। এক সময় আমরা সশরীরে উপস্থিত হয়ে প্রচারকার্য চালাতাম।

এখন সশরীরে পৌঁছানোর আগে সোস্যাল মিডিয়া পৌঁছে যাচ্ছে। এটাকে পুরোপুরি ব্যবহার করতে হবে। এটা যত বেশিও ব্যবহার করা যাবে তত সরকারের ভাবনা, দিক নির্দেশ, চিন্তা, মানুষের প্রত্যাশা সব কিছুই পৌঁছে যাবে।

তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শুভেন্দুর

কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। রবিবার কটাক্ষের সূত্রে শুভেন্দু বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস হল চোর, দুর্নীতিবাজ, চরমপন্থী ও তোষণের দল। অন্যদিকে, বিজেপিকে পাশ্টা আক্রমণ করেছেন তৃণমূল কংগ্রেস মুখপাত্র কুণাল ঘোষ। রবিবার পূর্ব মেদিনীপুরের নন্দীগ্রামে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে শুভেন্দু অধিকারী বলেছেন, তৃণমূল কংগ্রেস চোর, দুর্নীতিবাজ, চরমপন্থী এবং তোষণের দল। নন্দীগ্রামের মানুষ তাদের জবাব দেবে। পঞ্চায়েত নির্বাচনে, বিজেপি এখানে ১১টি গ্রাম পঞ্চায়েত আসন জিতেছে এবং তাঁরা (টিএমসি) নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। পাশ্টা বিজেপিকে আক্রমণ করে তৃণমূল কংগ্রেস মুখপাত্র কুণাল ঘোষ বলেছেন, এবারের লোকসভা নির্বাচনে বিজেপি বহিস্কার হবে এবং আইএনডিআই জোট সরকার গঠন করবে। উত্তর ২৪ পরগনার সদেশখালিতে ইডি-র অধিকারিকদের ওপর হামলা প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষ বলেছেন, এটি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক ঘটনা ছিল। কেন্দ্রীয় সংস্থাগুলি অনেক রাজ্যে এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছে। এটা নতুন কিছু নয়।



ডানকুনি টোল প্লাজার কাছে বাস আটকে বামফ্রন্ট কর্মীদের নামিয়ে দিল পুলিশ

বনস্পতি দে, ডানকুনিঃ রবিবার সকাল থেকেই ব্রিগেডের ময়দানে চড়েছে পারদ। কলকাতা তো বটেই জেলাগুলি থেকে প্রচুর মানুষ যান ময়দানো। সিপিএম নেতা কর্মীদের মধ্যে কেউ বাস ভাড়া করেছেন, কেউ ট্রেনে, কেউ আবার জলপথেই ‘ক্যাপ্টেন’ মীনাক্ষীর বক্তৃতা শুনতে আসছেন। এর মধ্যেই আবার ডানকুনি টোল প্লাজার কাছে বাস আটকে বাম কর্মীদের নামিয়ে দিল পুলিশ। জানা গিয়েছে, কোনও রকম দুর্ঘটনা এড়াতে জাতীয় সড়কে মোতায়েন রয়েছে পুলিশ বাহিনী। এ দিন সকাল নাগাদ একটি বাসকে আটকে দেন পুলিশ কর্মীরা।



নামিয়ে দেওয়া হয় বাম কর্মী-সমর্থকদের। বাসটি এতটাই ভর্তি ছিল যে তাতে মাছিও গলতে পারবে না। বাসের ভিতর তো

বটেই, ছাদের উপরও বসে ছিলেন কর্মীরা। আর এই ঝুঁকিপূর্ণ যাতায়াতে যে কোনও সময় ঘটে যেতে পারে অঘটন। তাই টোল

প্লাজার কাছে আসতেই বাস থেকে একাধিক বাম কর্মী সমর্থককে নামিয়ে দেয় পুলিশ।

উল্লেখ্য, লোকসভা নির্বাচনের আগে বামদের সবচেয়ে বড় ব্রিগেড। ২০০৮ সালের পর ২০২৪। ১৬ বছর পর ফের ডিওয়াইএফআইয়ের ডাকে ব্রিগেড সমাবেশ কলকাতায়। ফের বাম যুব ফ্রন্টের হাত ধরেই উড্ডত চলেছে লাল পতাকা। ফলে বাম কর্মী-সমর্থকদের উদ্দানদা চরমে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ব্রিগেড নিয়ে বার্তা দিয়েছেন। তিনি শুভ কামনা জানিয়েছেন ব্রিগেড সফল হওয়ায়।



বাগনান থানার বাইনান বামনদাস উচ্চ বিদ্যালয়ের শতবর্ষ উদযাপন অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করেন আমতা কেন্দ্রের বিধায়ক সুকান্ত কুমার পাল। উপস্থিত ছিলেন জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মানস কুমার বসু, স্কুলের প্রধান শিক্ষক তপন কুমার নায়েক,স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি অশোক কুমার ভট্টাচার্য সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

যৌবনের ডাকে জনতার ব্রিগেড, উত্তর দিলেন কুনাল ও দিলীপ

কলকাতা, ৭ জানুয়ারিঃ জনজোয়ের প্রাবন ব্রিগেড। মূলত বামপন্থী যুবদের ডাকে এই সভা। সকাল থেকেই কোলকাতা ব্রিগেডমন্ত্রী। একদিন আগেই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যুবদের বলেছেন, ব্রিগেড বড় হবে। আর তারপরেই ডিওয়াইএফআই নেতৃত্বের দাবি, রেকর্ড গড়বে ব্রিগেডের এই জমায়েত। লালঝান্ডা নিয়ে মিছিল আসছে ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউন্ডে। তারই মাঝে সিপিএমের যুব সংগঠনের এই ব্রিগেড সমাবেশকে কটাক্ষ করলেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুণাল ঘোষ এবং বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষ। গুঁদের কটাক্ষ শুনে মনে হয় বাম বিরোধিতায় ওরা এক লাইনে দাঁড়িয়ে। প্রধান বক্তা মীনাক্ষী হলেও বক্তার তালিকায় আছে সেলিম সৃজন সহ একাধিক বাম নেতৃত্ব। এই বিষয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ বলেন, ‘ডিওয়াইএফআইএর ব্রিগেড সমাবেশের নামে কিছু লোক ব্রিগেড যাবেন। কিন্তু সিপিএমকে ভোট দেবেন না। ব্রিগেড নতুন নয়। ২১ সালেও ব্রিগেড করেছে। তারপর শূন্য পেয়েছে। ব্রিগেডে

লোক আসছে দেখিয়ে সিট তো সেই গিয়ে শূন্য। সেই শূন্য তত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে আছে বিজেপিও। নিস্দুকেরা বলেন,বাতাসের থেকেও দ্রুত চলে কুনালের প্রতিক্রিয়া। তিনি ওখানেই না থেমে বলেন, সিপিএমের ক্ষমতা থাকলে ৪২টা আসনে একা লড়ুক, জমানত জন্ম হবে, শূন্য পাবে। তাহলে ব্রিগেডের ভালু কী আছে, ব্রিগেডের ভালু নেই।’ বিজেপি নেতা তৃণমূলের কণ্ঠে একই সুর। কটাক্ষের সূত্রে বিজেপি সংসদ দিলীপ ঘোষ বলেন, বিধানসভার আগেও ব্রিগেড করেছিলেন বামপন্থীরা। ভরিয়েও দিয়েছিলেন। কিন্তু একটা আসনেও জিততে পারেনি। তৃণমূল তো ব্রিগেড করেনি, বিজেপি করেছিল। ব্রিগেড করা আসলে বামপন্থীদের একটা ঐতিহ্য। বহু বছর ধরে করে। যতদিন পাটি আছে এটা চেষ্টা করবেন তারা। তিনি বলেন, মানুষ বামদের থেকে মুখ ঘুরিয়েছে। বামদের আর কোনো অস্তিত্ব নেই। ওরা শূন্য। এবার দেখার এখানে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে কোন রসায়ন কাজ করে জোটের।

পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতাসীন দল বিপজ্জনক ব্যক্তিদের রক্ষা করার জন্য কাজ করে অধীর চৌধুরী

বহরমপুর, ৭ জানুয়ারিঃ এনকোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)-কে বোকা আখ্যা দিলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী। তাঁর মতে, ইডি কী করবে? ইডি আসলে বোকা।

বাংলার শাসক দল তার (শাহজাহান শেখ) দেখাশোনা করবে। বাংলার শাসক দল বিপজ্জনক ব্যক্তিদের রক্ষা করার জন্য কাজ করে। আসলে তৃণমূল

কংগ্রেস নেতা শাহজাহান শেখের বিরুদ্ধে ইডি-র লুকআউট সার্কুলার জারির প্রেক্ষিতে এই মন্তব্য করেছেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীর রঞ্জন চৌধুরী।

লুকআউট সার্কুলার প্রসঙ্গে অধীর চৌধুরী রবিবার এক সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, এটি আসলে লুক আফটার সরকার। সুতরাং, লুকআউট সার্কুলারের মানে কী? সীমানা

ছিন্ন...তাঁদের বড় দাবি করা উচিত নয় - সেটা বিজেপি, ইডি বা সিবিআই হোক। বিজেপি রোহিঙ্গাদের নিয়ে কথা বলছে...কিন্তু এত সময় তারা কোথায় ছিল? কোথায় ছিল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক ? এখন বিষয়টি যখন খবরে এসেছে, তখন তারা মেরুকরণের রাজনীতি শুরু করেছে। তাদের দেখাশোনাকারীদের বিরুদ্ধে কিছু করা উচিত।

তৃণমূলের ক্যাডার ঠিকাদাররা কাটমানি নিয়ে পার্টি অফিসে পৌঁছে দিচ্ছে অভিযোগ বিজেপির

হরিশ্চন্দ্রপুর, ৭ জানুয়ারিঃ জলজীবন মিশন প্রকল্পে বাড়ি বাড়ি জল সংযোগ দেওয়ার জন্য মানুষের কাছে অন্যান্য ভাবে টাকা নেওয়ার অভিযোগ ঠিকাদারি সংস্থার বিরুদ্ধে, তৃণমূলের ক্যাডার ঠিকাদাররা কাটমানি নিয়ে পার্টি অফিসে পৌঁছে দিচ্ছে অভিযোগ বিজেপির, পাশ্টা বিজেপিকে তেপ তৃণমূল, তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজামালাদানোজ জেন০৭জানুয়ারি ,এবার প্রধানমন্ত্রীর জল জীবন মিশন প্রকল্পে দুর্নীতির ছায়া। বাড়ি বাড়ি জল সংযোগ করার জন্য ঠিকাদার সংস্থার বিরুদ্ধে অন্যান্য ভাবে টাকা নেওয়ার অভিযোগা নিয়ে বিক্ষুব্ধ এলাকাবাসী। এলাকাবাসীর চাপে টাকা ফেরত দিল ঠিকাদারি সংস্থা। ঠিকাদাররা তৃণমূলের ক্যাডার তাই কাটমানি নিয়ে পার্টি অফিসে ভাগ পৌঁছে দিচ্ছে অভিযোগ বিজেপির। পাশ্টা সাফাই তৃণমূলের। মালদহের হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকায় জল জীবন মিশনের পাইপলাইন সংযোগ দেওয়ার নাম করে বাড়ি বাড়ি টাকা তোলার অভিযোগ উঠল খোদ ঠিকাদার এবং তার লোকজনদের বিরুদ্ধে। ঠিকাদারের এমন কাজ কর্মের বিরুদ্ধে এলাকার বাসিন্দারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা বাড়ি বাড়ি পাইপলাইন

সংযোগের কাজ বন্ধ করে দিয়ে বিক্ষোভে সামিল হন বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার জেরে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর সদর এলাকা। যদিও এই বিক্ষোভের পরেই ঠিকাদারের লোকজন গ্রামবাসীদের কাছ থেকে নেওয়া টাকা ফেরত দিয়ে দেন। এ ব্যাপারে ঠিকাদার কে ফোন করা হলে তিনি ফোন ধরতে চান নি। ওই কাজের সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট মিস্ত্রীরা

টাকা নেওয়ার অিতি যোগ ডিভিহীন বলে দাবি করছেন।

এ প্রসঙ্গে জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তর জানিয়েছে জল জীবন মিশনের জন্য কারো কাছ থেকে কোন রকম টাকা নেওয়া হবে না। সম্পূর্ণ বিনামূল্যে পানীয় জলের কানেকশন বাড়ি বাড়ি পৌঁছে যাবে। কেউ বা কারা এই ব্যাপারে টাকা তুললে, তার বিরুদ্ধে আইনত ব্যবস্থা নেওয়া হবে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, আজকে হরিশ্চন্দ্রপুরের বাধানগর গ্রামে বাড়ি বাড়ি পাইপ লাইন সংযোগের জন্য জলজীবন মিশনের কাজ চলছিল। আর সেখানে বাড়িতে পাইপ লাইন দেওয়ার জন্য এলাকার বাসিন্দাদের কাছ থেকে ৪০০-৫০০ টাকা

করে দাবি করেন ওই কাজের সঙ্গে যুক্ত ঠিকাদারের মিস্ত্রি এবং সংশ্লিষ্ট কর্মীরা। কেউ কেউ টাকাও দিয়ে দেন। ববার ছড়িয়ে পড়তে এলাকার বাসিন্দারা ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। তারপরেই তারা বিক্ষোভে নেনে কাজ বন্ধ করে দেন। এদিকে সমগ্র ঘটনা সামনে আসতেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরঙ্গ। বিজেপির অভিযোগ ঠিকাদাররা প্রত্যেকেই

তৃণমূলের ক্যাডার।তারা ই অন্যায় ভাবে কাট মানি

তুলছে।পাশ্টা বিজেপির অভিযোগ কে উড়িয়ে তৃণমূলের দাবি কোন ঠিকাদার এই ধরনের কাজ করলে তার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত।কাটমানি নিলে সেটা বিজেপি নেবে তৃণমূল না।স্থানীয় বাসিন্দা সুখদেব দাস বলেন, বাড়ি বাড়ি জল সংযোগ করার জন্য টাকা চাইছে। কারোর কাছে ৫০ টাকা তো আবার কারোর কাছে ৫০০ টাকা। ঠিকাদারদের হয়ে শ্রমিকরা টাকা চাইছে। আর লোহার পাইপলাইন করার কথা। সেখানে প্লাস্টিকের পাইপ বসালে যেটা বেশিদিন টিকবে না। কাজের খোদরকম সিডিউল

দেখাচ্ছে না।আরেক স্থানীয় ঝোড়ো দাসের অভিযোগ, আমার কাছে এসে ৫০০ টাকা চেয়েছিল। বলেছে টাকা দিলে তারপর বাড়িতে পাইপ ঢুকবে।যারা শ্রমিকের কাজ করছে তারা টাকা চাইছে।বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য রূপেশ আগারওয়ালের কটাক্ষ, কেন্দ্র সরকারের প্রকল্প গুলো একই বাংলায় ঠিকভাবে কাজ করে না তৃণমূলাতারপর যেটাও করে সেখানে দুর্নীতি। ঠিকাদার সব তৃণমূলের।ওরা এই কাটমানি তুলছে। যার ভাগ পাটি অফিসে পৌঁছে যাবে।পাশ্টা তৃণমূলের পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য স্বপন আলীর দাবি, কোন ঠিকাদার যদি এই কাজ করে তার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। কিন্তু এর সঙ্গে তৃণমূলের কি আছে। ঠিকাদার কোন দলের নয়।আর কাটমানি যদি নেয় ওই কেন্দ্রের বিজেপি সরকার নেবে।এর আগেও কেন্দ্রের একাধিক প্রকল্প নিয়ে কেন্দ্র রাজ্যের মধ্যে তরজা হয়েছে। সে সব প্রকল্পে দুর্নীতির ভূরি ভূরি অভিযোগ সামনে এসেছে। এবার জল জীবন মিশন প্রকল্পেও দুর্নীতির অভিযোগা যা নিয়ে শুরু রাজনৈতিক তরজা। এ রাজ্যে কি সরকারের কোন কাজ দুর্নীতি ছাড়া হবে না। প্রশ্ন এলাকাবাসীর।

জয়নগর থানার পুলিশের আবার সাফল্য

উজ্জল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগরঃ জয়নগর থানার পুলিশের আবার সাফল্য। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, গত ২৮ শে নভেম্বরের



সন্ধ্যায় জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৯ নং ওয়ার্ডের মতিলাল পাড়ায় বাড়ির সামনে থেকে এক গৃহবধুর হার ছিনতাই করে পালায় একটি মোটর সাইকেল থাকা দুই ছিনতাইকারী।পুলিশ তদন্তে নামে তারই মধ্যে আবার ১৩ ই ডিসেম্বরের দুপুরে জয়নগর মজিলপুর পৌরসভার ৫ নং ওয়ার্ডের পাঠ ভবন স্কুলের কাছে দুপুর বেলায় একই ভাবে এক গৃহবধুর হার ছিনতাই করে পালায় মোটরসাইকেল করে দুই ছিনতাইকারী। আর পর পর এই ঘটনায় নড়েচড়ে বসে পুলিশ প্রশাসন।শু রু হয়ে যায় এলাকায় পুলিশ টহলদারি। পুলিশ এ এলাকায় রাত্তা থেকে দুটি পৃথক ছিনতাইয়ের ঘটনার তদন্তে নেমে সিসিটিভির ফুটেজ ধরে গত বৃহস্পতিবার মগরাহাট স্টেশন এলাকা থেকে দুজনকে গ্রেফতার করে জয়নগর থানার আই সি পাথ সাৱথি পালের নেতৃত্বে এস আই সায়েন ভট্টাচার্য ও এস আই ভ্রম্ময় দাস সহ পুলিশের বিশেষ টিম। উদ্ধার হয় ছিনতাই হওয়া হার দুটি। ধৃত দুজন হল মনিরুল ফকির, বাড়ি মগরাহাট থানার মাতিলাপাথ বীরেন্দ্রপুর এলাকায় ও আফজল ফকির, ধৃতের বাড়ি মগরাহাট থানার বীরেন্দ্রপুর এলাকায়।ধৃতদের নিজেদের হেফাজতে রেখে এই তদন্তের কাজ এগিয়ে নিয়ে যেতে চায় পুলিশ।

আমি মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত : মীনাক্ষী

কলকাতা, ৭ জানুয়ারিঃ প্রকৃত অর্থেই আজ ব্রিগেড মীনাক্ষীময়। বামপন্থীরা ব্যক্তি নয়, সমষ্টি শক্তিতে বিশ্বাস করে। সম্ভবত এখন তাদের চিন্তার পরিবর্তন এসেছে। মমতার বিকল্প হিসাবে সামনে এসেছে মীনাক্ষী। মীনাক্ষী মাইক ধরতেই করতালিতে ফেটে পড়ে ব্রিগেড। ঠিক দুপুর হতে না হতেই এলেন তিনি। দলের কর্মীর বহিষ্কে চড়ে দিনেশ মজুমদার ভবন থেকে সোজা চলে আসেন ব্রিগেডে। মীনাক্ষী ঢুকতে না ঢুকতেই বাম ব্রিগেড যেন নতুন অগ্নিজেমে আরও লাল হয়ে উঠল। মধ্যে উঠতেই মঞ্চের চারদিক থেকে ‘লাল সেলাম’ দিয়ে কুর্নিশও জানানেন দলের কর্মীরা। ওঠামাত্রই সোজাপাট দক্ষিণপন্থীদের বিরুদ্ধে চাচাছোলা আক্রমণ শানালেন, স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই মমতার বিরুদ্ধে ছুড়লেন কটাক্ষবাণ। শেষে কাজী নজরুল ইসলামের ‘ব্রদ্রোহী’ কবিতার উদ্ধৃতি করতেই গিয়ে যেন কাটল তারটা। ‘আমি মহাবিদ্রোহী রণক্লান্ত, আমি সেই দিন হব শান্ত যদিদি অন্য্যচারিতের খড়গ কৃপাণ’তার পড়ে একপটেই বললেন, ভুলে গেছি। কিন্তু মুহূর্তে স্মরণে আসে আর মীনাক্ষী বলেন, এই রণভূমে রণিবে না, আমি সেই দিন হব শান্ত, ব্রদ্রোহী রণক্লান্ত!’ তখন সমস্ত ব্রিগেড উদ্বেলিত। কোথাও কোনও ভনিতা নেই।

গোরখপুরে ট্রেন বাতিল ও পথ পরিবর্তন

গোরখপুর, ৭ জানুয়ারি : উত্তর রেলওয়ের লখনউ ডিভিশনের বারাবার্কি-অযোধ্যা ধাম-আকবরপুর-জাফরাবাদ সেকশনে অযোধ্যা ধাম জং-অযোধ্যা ক্যান্ট-সাধারণপুর স্টেশনগুলির মধ্যে দ্বিগুণ কাজের প্রেক্ষাপটে যাত্রীদের সুবিধার আপগ্রেডেশন এবং রেলওয়ে দ্বারা অপারেশনাল সহজ করার জন্য প্রশাসন। প্রি-নন ইন্টারলক এবং নন ইন্টারলক কাজের কারণে, বাতিলকরণ, ডিভারশন, শর্ট টার্মিনেশন এবং ট্রেনের সংক্ষিপ্ত উৎপত্তি নিম্নরূপ করা হবে। বাতিলকরণ- ০৪২৪১ মানকাপুর-অযোধ্যা ক্যান্ট স্পেশাল ট্রেন মানকাপুর থেকে ০৮ থেকে ১৩ জানুয়ারী, ২০২৪ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। - ০৪২৪২ অযোধ্যা ক্যান্ট-মানকাপুর স্পেশাল ট্রেন অযোধ্যা ক্যান্ট থেকে ০৮ থেকে ১৩ জানুয়ারী, ২০২৪ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। - ০৪২৫৭ মানকাপুর-অযোধ্যা ধাম স্পেশাল ট্রেন মানকাপুর থেকে ০৮ থেকে ১৩ জানুয়ারী, ২০২৪ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। - ০৪২৫৮ অযোধ্যা ধাম-মানকাপুর স্পেশাল ট্রেন অযোধ্যা ধাম থেকে ০৮ থেকে ১৩ জানুয়ারী, ২০২৪ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। - ০৪২৫৯ মানকাপুর-অযোধ্যা ধাম স্পেশাল ট্রেন মানকাপুর থেকে ০৮ থেকে ১৩ জানুয়ারী, ২০২৪ পর্যন্ত বাতিল থাকবে। - ০৪২৬০ অযোধ্যা ধাম-মানকাপুর স্পেশাল ট্রেন অযোধ্যা ধাম থেকে ০৮ থেকে ১৩ জানুয়ারী, ২০২৪ পর্যন্ত বাতিল থাকবে।

হাসনাবাদ মেলার মূল সঙ্গীতের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ

সৌরভ দাশ, হাসনাবাদঃ মেলা মানেই মেলবন্ধন।তবে সেই মেলবন্ধন শুধুমাত্র মেলার প্রাক্কর্মেই সীমাবদ্ধ নয়।এবার মেলার দু মাস আগেই পারম্পরিক মেলবন্ধন কে সুদৃঢ় করতে বার্তা দিচ্ছে হাসনাবাদ মেলা। সৌভাভুত্ববোধের উন্মেষ - এই উদ্দেশ্য কে সামনে রেখেই রবিবার হাসনাবাদে আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হলো ২০২৪ হাসনাবাদ মেলার মূল সঙ্গীত। হাসনাবাদ সিটিজেন এন্ড কালচারাল অ্যাসোসিয়েশনের পরিচালনায় আগামী মার্চ মাসে হাসনাবাদ স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন মাঠে বসতে চলেছে দ্বিতীয় বর্ষের হাসনাবাদ মেলার আসর।তার মাস দুয়েক আগে বছরের প্রথম রবিবার



হাসনাবাদ মেলার মূল সঙ্গীতের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ হলো। স্থানীয় সঙ্গীত শিল্পী দের গাওয়া গানকে,

স্থানীয় নৃত্য শিল্পীদের নৃত্যের ছন্দে উপস্থাপন করে তা ক্যামেরাবন্দী করে তৈরি হয়েছে ২০২৪

হাসনাবাদ মেলার মূল সঙ্গীত। এদিন সন্ধ্যায় হাসনাবাদ রেলগেট সংলগ্ন স্থানে বিশিষ্টজনেরের উপস্থিতিতে তারই আত্মপ্রকাশ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হলো।মেলার মূল গানের মাধ্যমে সম্প্রীতির বার্তা পৌঁছে দিতেই এই অভিনব উদ্যোগ।গানের বিভিন্ন পংক্তিতে হাসনাবাদ ও হাসনাবাদ মেলার বিবরন সহ মানব বন্ধন অটুট রাখার বার্তা দিয়েছেন উদ্যোক্তারা। মেলার সম্পাদক আবু বাক্কার গাজী বলেন, মানুষে মানুষে বন্ধন কে সুদৃঢ় করার লক্ষে এই মেলা।তার কথায়, মানুষের দৈনন্দিন জীবিকা নির্বাহের পর সুস্থ জীবন যাপনের অঙ্গ হিসাবে বিনোদন জরুরি। একটি সুস্থ সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের মধ্যদিয়ে

সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষকে রুচিশীল বিনোদন কে উপহার দেওয়াই এই মেলার লক্ষ্য। পাশাপাশি এই মেলার সাংস্কৃতিক মঞ্চ স্থানীয় শিল্পীদের জন্য প্লাটফর্ম হিসাবে ব্যবহৃত হবে। হাসনাবাদ মেলা সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মিলন মেলা হয়ে উঠবে আশাপ্রকাশ করেন মেলা সভা সভাপতি সুনীল সর্দার।তার কথায়, এই একটি মেলার মাধ্যমে, সৌভাভুত্বের পরিবেশে পারম্পরিক বন্ধন কে মজবুত করা, হাসনাবাদ সহ স্থানীয় বিভিন্ন এলাকার শিল্পীদের শিল্প প্রতিভাকে তুলে ধরা ও সুন্দরবন অঞ্চলের মানুষকে কয়েকটি দিন আনন্দের পরশ দেওয়া এই তিন উদ্দেশ্যই সাধন হবে।



গঙ্গাসাগর মেলার উদ্বোধনের আগে কপিল মুনির আশ্রম আলোক সজ্জিত করা হয়েছে নানা ধরনের আলোতে। আগামীকাল উদ্বোধন করবেন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ছবি সুবল সাহা

অমর্ত্যকে বেনজির আক্রমণের প্রতিবাদ বিশ্বভারতীর অন্দরে

দুরন্ত বার্তা, শান্তিনিকেতন, ৭ জানুয়ারি : প্রতীচি উচ্ছেদ মামলায় নোবেলজয়ী অমর্ত্য সেনকে বিবাদী পক্ষের আইনজীবী সূচরিতা বিশ্বাসের বেনজির আক্রমণের প্রতিবাদের সূর খোদ বিশ্বভারতীর অন্দরে। উল্লেখ্য, ছয় জানুয়ারি সিউডি আদালতে জমি সংক্রান্ত মামলার শুনানি ছিল। উল্লেখ্য, একাধিকবার নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অমর্ত্য সেন কে ১৩ ডেসিমেল জমি দখল করে রেখেছেন, এই অভিযোগ তোলে বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। জমি ফেরত চেয়ে চিঠিও দেয় বিশ্বভারতী কর্তৃপক্ষ। প্রতীচির রেরে দেওয়ালে উচ্ছেদের নোটিশও সাটিয়ে দেয় বিশ্বভারতী। টিক তখনই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অমর্ত্য সেনের পাশে দাঁড়িয়ে, প্রয়াত পিতা আশুতোষ সেনের উইল অনুযায়ী ১.৬৮ একর জমিই অমর্ত্য সেনের নামে রেকর্ড করে দেওয়ার নির্দেশ দেন। সেই মত বোলপুর ভূমি ও ভূমি সংস্থার দপ্তর ওই জমি অমর্ত্য সেনের নামে রেকর্ড করে দেয়। কিন্তু উচ্ছেদের নোটিশ পেয়ে অমর্ত্য সেন সিউডি আদালতে মামলা করেন। তদানীন্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তী কোলকাতা উচ্চ আদালতে গেলে, সিউডি আদালতে এই মামলা চলবে বলে জানিয়ে দেয়। চলতি বছরের ছয় জানুয়ারি এই মামলার শুনানি ছিল সিউডি আদালতে। সামনের একত্রিশ জানুয়ারি এই মামলার ফল

ঘোষণা হবে। এই মামলায় বিশ্বভারতীর তরফে বলা হয় মূল লিজ অনুযায়ী, অমর্ত্য সেন ১৩ ডেসিমেল অতিরিক্ত জমি দখল করে রেখেছেন। কিন্তু কোন সার্ভের বক্তব্য রাখেন, যার বিরুদ্ধে ইতিমধ্যে প্রতিবাদ শুরু হয়েছে। অমর্ত্য সেনের পক্ষের অর্থাৎ বাদী পক্ষের আইনজীবী সৌমেন্দ্র রায় চৌধুরী বলেন, বিশ্বভারতীর

ভিত্তিতে এই তথ্য বিশ্বভারতী পেয়েছে তার প্রামাণ্য নথি বিশ্বভারতী আদালতকে দিতে পারে নি। তার যুক্তিতে বিশ্বভারতী বলে, এই সার্ভের দরকার পরে না। মিউটেশন নয়, মূল ডিড তাদের দাবির সত্যতা প্রমাণ করে। তারপরই কোর্ট রুমে এবং বাইরে সাংবাদিকদের সামনে বিবাদী পক্ষের আইনজীবী সূচরিতা বিশ্বাস কিছু

আইনজীবী সূচরিতা বিশ্বাস বলেন, পুরো মামলাজুড়ে মিথ্যাচার করছেন অমর্ত্য সেন। বিশ্বের দরবারে দেশকে যিনি নিয়ে গেলেন সেই কবিগুরুর জমি হাতাতে চাইছেন তিনি। উনি বক্তব্য রাখার অনুমতি নেয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য এবং যুগ্ম কর্মসচিব (আইন) এই ঘটনার দায়ভার গ্রহণ করবে না। অন্যদিকে, বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনের আধিকারিক নীলান্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় এক বার্তায় জানান, এই আইনজীবীকে বিশ্বভারতীর সরিয়ে দেওয়া উচিত। একই কথা বলেন ভিবিউগ অধ্যাপক সংগঠনের সভাপতি সুনীলু ভট্টাচার্য, কন্নীসভার বিদ্যুৎ সরকার। অমর্ত্য সেনের পক্ষের অর্থাৎ বাদী পক্ষের আইনজীবী সৌমেন্দ্র রায় চৌধুরী বলেন, আমরা আদালতে বলেছি বিশ্বভারতীর উচ্ছেদ নোটিশটা ছিল বেআইনি। ছয় সাল থেকে কি এতদিন বিশ্বভারতী ঘুমোচ্ছিল? উত্তরে উনারা বলছেন যে অধ্যাপক সেন গণ্যমান্য ব্যক্তি তাই এতদিন ব্যবস্থা নেন নি। আর শনিবার কোর্টের বাইরে অপমানজনক কথাবার্তা বলছেন আইনজীবী। কোনো আইনজীবী মক্কেলের ইনস্ট্রাকশন ছাড়া এসব কথা বলতে পারেন না। আর যদি তা না বলে থাকেন, তাহলে বিশ্বভারতী কি উনার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেনবে?

যদি মনে করেন গুরুদেবের জমি নেনবে সেটা তাঁর নির্লজ্জতা ও অসভ্যতার পরিচয়। পাশাপাশি, তাঁর সংযোজন, ভারতের উন্নয়নের ক্ষেত্রে অমর্ত্য সেনের কোনো অবদান নেই। তিনি বিশ্বভারতীতে একদিনও পড়েন নি। অমর্ত্য সেনের নোবেল প্রাপ্তি নিয়েও একইভাবে প্রাক্তন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর সুরে কথা বলেন। তারপর বিশ্বভারতীর জনসংযোগ

আধিকারিক মহুয়া বন্দ্যোপাধ্যায় জানান, কোর্টরুমের ভিতরে কোনো ব্যক্তি বিশেষকে আক্রমণের নির্দেশ তার আইনজীবীকে বিশ্বভারতী দেয় নি। পাশাপাশি, কোর্টের বাইরেও জনসমক্ষে বিচারাধীন বিষয়ে কোনো বক্তব্য রাখার অনুমতি নেয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষে ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য এবং যুগ্ম কর্মসচিব (আইন) এই ঘটনার দায়ভার গ্রহণ করবে না। অন্যদিকে, বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রভবনের আধিকারিক নীলান্ধন বন্দ্যোপাধ্যায় এক বার্তায় জানান, এই আইনজীবীকে বিশ্বভারতীর সরিয়ে দেওয়া উচিত। একই কথা বলেন ভিবিউগ অধ্যাপক সংগঠনের সভাপতি সুনীলু ভট্টাচার্য, কন্নীসভার বিদ্যুৎ সরকার। অমর্ত্য সেনের পক্ষের অর্থাৎ বাদী পক্ষের আইনজীবী সৌমেন্দ্র রায় চৌধুরী বলেন, আমরা আদালতে বলেছি বিশ্বভারতীর উচ্ছেদ নোটিশটা ছিল বেআইনি। ছয় সাল থেকে কি এতদিন বিশ্বভারতী ঘুমোচ্ছিল? উত্তরে উনারা বলছেন যে অধ্যাপক সেন গণ্যমান্য ব্যক্তি তাই এতদিন ব্যবস্থা নেন নি। আর শনিবার কোর্টের বাইরে অপমানজনক কথাবার্তা বলছেন আইনজীবী। কোনো আইনজীবী মক্কেলের ইনস্ট্রাকশন ছাড়া এসব কথা বলতে পারেন না। আর যদি তা না বলে থাকেন, তাহলে বিশ্বভারতী কি উনার বিরুদ্ধে কোনো ব্যবস্থা নেনবে?

নন্দীগ্রামে শহিদ স্মরণ তৃণমূলের



দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ৭ জানুয়ারি : প্রতি বছরের মতো এবারও ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির উদ্যোগে শহিদ স্মরণসভার আয়োজন করা হয়। সেই ঘটনার ১৭তম বর্ষপূর্তিতে রবিবার ভোর থেকেই সোনাচুড়ার ভাঙাবোড়া ব্রিজের শুরু হয় শহিদ তর্পণ। এদিন ভোরে ভাঙাবোড়ায় ফলকে মালদান করেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘো। সেই সময় উপস্থিত ছিলেন শেখ সুফিয়ান-সহ একাধিক তৃণমূল নেতা-কর্মী। ২০০৭ সালের ৭ জানুয়ারি নন্দীগ্রামের সোনাচুড়ায় সিপিএমের বাহিনীর হাতে খুন হয়েছিলেন জমি আন্দোলনকারী তিন যুবক। সেদিন ভোরে শহিদ হন ভরত মণ্ডল, শেখ সেলিম, বিশ্বজি মণ্ডল। আজ তাদের স্মৃতির উদ্দেশে শহিদ তর্পণ করা হয়। পূর্বঘোষিত কর্মসূচি অনুযায়ী রবিবার ভোর ৫টায় সোনাচুড়ার ভাঙাবোড়া ব্রিজের কাছে ভূমি উচ্ছেদ প্রতিরোধ কমিটির ব্যানারে মোমবাতি জ্বেলে শহিদদের শ্রদ্ধা নিবেদন করেন কুণাল-সহ তৃণমূলের নেতৃত্ব। এর পর ঘণ্টাখানেকের শহিদ স্মরণ অনুষ্ঠানে জমি আন্দোলনে মৃত শহিদদের স্মরণ করা হয়।

আদিবাসীদের অধিকারের দাবিতে সোচ্চার আদিবাসী বিকাশ মঞ্চ

বাঁকুড়া, ৭ জানুয়ারি : আদিবাসীদের শিক্ষা সংস্কৃতি, জমি, কাজের অধিকারের দাবিতে সোচ্চার আদিবাসী বিকাশ মঞ্চ। রবিবার বাঁকুড়া শহরের ম্যাকানতলা মোড়ে অনুষ্ঠিত এক নগরকাজা আদিবাসী সমাবেশ থেকে এই দাবি জানান হয়। রবিবার সারা বাংলা আদিবাসী অধিকার ও বিকাশ মঞ্চের প্রথম বাঁকুড়া জেলা সম্মেলন উপলক্ষে ম্যাকানতলায় প্রকাশ্য সমাবেশের আয়োজন করা হয়। আয়োজন ইসলামিয়া হলে অনুষ্ঠিত সম্মেলনে জেলার দশটি ব্লক থেকে দুই শতাধিক আদিবাসী প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন। সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সংগঠনের বাঁকুড়া জেলার সভাপতি সুধীর মুর্মু,রাজ্য আদিবাসী নেতা পাগান মর্মু,জেলা নেতা সহদেব টুডু, কবিতা মান্নি প্রমুখ। সম্মেলনের প্রধান অতিথি ছিলেন সীমানাবাঁধ হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক ফটিক মুর্মু। আদিবাসী আন্দোলনের সমর্থনে এই সমাবেশে বক্তব্য রাখেন সি পি আই (এম এল) লিবারেশনের জেলা সম্পাদক বাবলু ব্যানার্জি, কেন্দ্রীয় নেতা কার্তিক পাণ্ডা। বিভিন্ন বক্তারা বলেন, সারা দেশে রাম মন্দিরের নামে এক ধর্মীয় উন্মাদনা সৃষ্টি করা হচ্ছে, রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এটা দিনের আলোর মতো পরিষ্কার যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের দিকে তাকিয়েই এই মন্দির উদ্বোধন করা হচ্ছে। প্রধামন্ত্রী মোদী বলছেন রামের জন্য ঘর নাকি তৈরি হয়েছে! কিন্তু আসল যোজ্ঞারায় দেশের সকল গৃহহীনদের জন্য পাঞ্চা মোকামের প্রতিশ্রুতি আজও এক নিষ্ঠুর রসিকতা হয়েই রয়ে গেলে। বিবেকভঃ এই রাজ্যে প্রায় ১০ লক্ষ আবাস

যোজনা উপভোক্তার বরাদ্দ টাকা আটক রাখা হয়েছে। ২০০৬ সালের বনামঞ্চল অধিকার আইনকে নস্যাত্ব করে দিয়ে আদিবাসীদের চিরাচারিত বনের জমি ও বাস্তু জমির পাট্টা দেওয়া হয় নি, সীমিত সংখ্যকের হলেও তাঁদের জমির পরচা বা রেকর্ড হয়নি। ফলে কাগজ না থাকার কারণে কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের সমস্ত রকম সুবিধা থেকে তারা বঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। ভাগে বা চুক্তি প্রথায় আদিবাসীরা চাষাবাদ করে চলেছে, অথচ জমির মালিকেরা চাষ না করেও ঘরে বসে দিবা সরকারি সুযোগ-সুবিধা পেয়ে যাচ্ছে। দীর্ঘ দু’বছর হতে চলল ১০০ দিনের কাজ এই রাজ্যে বন্ধ করে রাখা হয়েছে। এর কারণ হিসেবে রাজ্য সরকারের দুর্নীতির কথা বলা হচ্ছে। কিন্তু একজন দুর্নীতিগ্রস্ত নেতারও শাস্তি হয় নি। এমন কি এ বিষয়ে প্রশাসনে কোন অভিযোগ পর্যন্ত দায়ের করা হয়নি। যাদের শাস্তি পাওয়ার কথা তারা দিনের আলোয় ঘুরে বেড়াচ্ছে,বাস্তবে শাস্তি পুচ্ছে এই রাজ্যের লক্ষ লক্ষ আদিবাসী তপশ্বীলী দরিদ্র ভূমিহীন শ্রমজীবী মানুষের। এই চরম বৈষম্যের বিরুদ্ধে আদিবাসীদের একতা ও আন্দোলনই একমাত্র রাস্তা। এই অস্বীকার আজকে সমাবেশ থেকে সমস্ত বক্তা তুলে ধরেন। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় চলতি জানুয়ারি মাসে জেলার সমস্ত ব্লকে বিক্ষোভ ডেপুটেশন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। দাবি পূরণ না হলে আগামী দিনে পথ অবরোধ, রেল অবরোধ প্রয়োজনে বন্যের মতো কর্মসূচি নেওয়া হবে বলে মঞ্চের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে।

আন্তঃজেলা মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপে বীরভূম জয়ী

বীরভূম, ৭ জানুয়ারি : আন্তঃজেলা মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশীপে জয়ী হলো বীরভূম জেলা মহিলা ফুটবল দলা। রানার্স উত্তর চব্বিশ পরগণা মহিলা ফুটবল দল। এই চ্যাম্পিয়নশীপ প্রতিযোগিতার আসর বসে উত্তর চব্বিশ পরগণার আগরপাড়া ফুটবল ময়দানে। বীরভূম জেলা ফুটবল এ্যাসোসিয়েশনের সেক্রেটারি বদরুদ্দোজা সেখ জানান, বীরভূম জেলা মহিলা ফুটবল দলের মল্লিকা মিত্র এবং রুমা থাণ্ডার একটি করে গোল করেন। বীরভূম ২--১ গোলে উত্তর চব্বিশ পরগণাকে পরাজিত করে। এই প্রতিযোগিতায় বারোটি জেলা ফুটবল দল অংশগ্রহণ করেছিল। জেলার বিভিন্ন জায়গার দৃষ্ট পরিবার থেকে উঠে আসা এই চ্যাম্পিয়ন খেলোয়াররা উঠে আসেন।

বীরভূমের নলহাটি থানার সরধা গ্রামে স্কুটিতে বোমা বিস্ফোরণ

দুরন্ত বার্তা, নলহাটি, ৭ জানুয়ারি : স্কুটিতে বোমা ডরে যাওয়ার সময় পছের মাঝে বিস্ফোরণে চাঞ্চল্য ছড়ালো এলাকায়। ঘটনাটি ঘটে বীরভূমের নলহাটি থানার সরধা গ্রামে। পুলিশ এবং স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার বেলা ১১টা নাগাদ বীরভূমের নলহাটি থানার সরধা গ্রামের পেট্রোল পাম্পের কাছে একটি স্কুটিতে বিস্ফোরণ ঘটে। বোমা ফটাির শব্দে চমকে ওঠেন পথচারীরা। যন্ত্রণায় কাভাততে থাকে দু’জনা। স্থানীয়ারা তাঁদের উদ্ধার করে তুলে দেয় পুলিশের হাতে। কারণ, দু’জনের কাছেই পাওয়া গিয়েছে বিস্ফোরক এবং আগ্নেয়াস্ত্র। ঘটনার জেরে বোমা ফেটে আহত হন দু’জনা। স্কুটি করে বোমা নিয়ে যাচ্ছিলেন দুই দুষ্কৃতী। আচমকই ঘটে

যায় বিস্ফোরণ। জখম হয় দুজনেই। ঘটনাস্থল থেকে আহত দুই দুষ্কৃতীকে ফ্রেফরতার করে নলহাটি থানার পুলিশ। দুজনেই নলহাটি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে



ভর্তি। জানা গিয়েছে, ধৃত দুষ্কৃতীরা হলেন মুকুলেশউদ্দিন শেখ ওরফে রকি। বাড়ি রামপুরহাট থানার জয়কৃষ্ণপুর বড় পাকুড়িয়া গ্রামে। অন্যজন, রিয়াজ শেখ বাড়ি

মাতগ্রাম থানার মাতগ্রামে। কী কারণে রকি এবং রিয়াজ স্কুটি করে বোমা নিয়ে যাচ্ছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে, মাতগ্রাম থেকে নলহাটি যাচ্ছিল দুজনে। এরা মাদকাসক্ত। বোমা বিক্রি করে টাকা জোড়াত করাই ছিল তাদের উদ্দেশ্য কিনা তদন্তকারীরা খতিয়ে দেখছে। ওই দুজনে এলাকায় হামলা চালাতে যাচ্ছিল কিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ওই যুবকরা একটু সুস্থ হলে তাদের সঙ্গে কথা বলবে পুলিশ। তার পরই সমস্ত তথ্য সামনে আসবে বলে মনে করা হচ্ছে। পুলিশ জানিয়েছে, আহত দু’জনকে নলহাটি ব্লক হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

মেয়ের বক্তৃতা শুনতে আসানসোল থেকে ব্রিগেডে মীনাক্ষীর বাবা-মা

দুরন্ত বার্তা, আসানসোল, ৭ জানুয়ারি : কলকাতার ব্রিগেড প্যারেড ময়দানে শুরু হয়ে গিয়েছে বাম ছাত্রযুবর ‘সমাবেশ’। মেয়ের ভাষণ শুনতে ব্রিগেডে এলেন বাম ছাত্র-যুব আন্দোলনের অন্যতম প্রধান মুখ মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের বাবা-মা । এর জন্য রবিবার সকাল সকালই আসানসোল থেকে ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে রওনা দেন মীনাক্ষীর মা ও বাবা। কোন্ডফিল্ড এক্সপ্রেসে চড়ে হাওড়া আসেন তারা। তারপরই রওনা দেন ব্রিগেডের উদ্দেশ্যে। তবে মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়ের বাবা-মা-এর

আলাদা একটি পরিচয়ও রয়েছে। মীনাক্ষীর বাবা জেলা কমিটির মুখোপাধ্যায় পশ্চিম বর্ধমানের মহিলা জেলা কমিটির সদস্য।



সদস্য মনোজ মুখোপাধ্যায় ওরফে সাগর মুখোপাধ্যায় । মা পারুল

ব্রিগেডে মেয়ে যে মূল বক্তা তাতে গর্ব অনুভব করছেন তারা। পারুল

মুখোপাধ্যায় বলেন, লড়াইয়ে ময়দান মেয়ে পেয়েছে। আর ওকে সাহায্য করতে লক্ষ-লক্ষ মীনাক্ষী দাড়িয়ে রয়েছে। সিপিএম-এর সকলে ওর পাশে আছে। যদিও, মেয়ে যে ‘ক্যাপ্টেন’ তা মানতে চাইছেন না বাবা-মা। মেয়ে শুধু লিডার। একজন সাধারণ কন্নীর দায়িত্বই পালন করছেন তিনি জানিয়েছেন তাঁর নেত্রী মা-বাবা। মীনাক্ষীর মুখেও একই কথা। দলের নীতি, আদর্শই শেষ কথা। এখানে আলাদা করে ব্যক্তি বিশেষের কোনও গুরুত্ব নেই বরাদ্বর দাবি করছেন নেত্রী।

বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টার স্টেশনের নির্মাণ কাজ ভালোভাবে চলছে

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : অরেন্জ লাইনের কবি সুভাষ-জয় হিন্দ (বিমানবন্দর) করিডোরে বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টার মেট্রো স্টেশনের নির্মাণ কাজ পুরোদমে চলছে। এই স্টেশনটি বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টারের পাশে বিশ্ব বাংলা মোড়ের কাছে আসতে চলেছে।



একবার চালু হয়ে গেলে, এই স্টেশনটি আগামী দিনে হাজার হাজার যাত্রী, পর্যটক এবং অফিসগামীদের পরিষেবা দিতে চলেছে। এ স্টেশনের সার্বিক কাজ প্রায় শেষ। বিশ্ববাংলা কনভেনশন সেন্টার মেট্রো স্টেশনে অত্যাধুনিক যাত্রী সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এই স্টেশনে ১০টি এসকেলেটর, ০৪টি লিফট দেওয়া হবে। এগুলি ছাড়াও এখানে ১৪টি সিঁড়িও পাওয়া যাবে। বিশ্ব বাংলা কনভেনশন সেন্টার স্টেশনে ১৮০ মিটার দৈর্ঘ্যের দুটি প্রশস্ত প্ল্যাটফর্ম এবং টিকিট কাউন্টার, স্ব-টিকিট সুবিধার জন্য স্বয়ংক্রিয় স্মার্ট কার্ড রিচার্জ মেশিন থাকবে। এগুলি ছাড়াও যাত্রীদের সুবিধার্থে মহিলাদের জন্য একটি, ভ্রমোৎসবের জন্য একটি এবং বিদ্যায়জনের জন্য একটি টয়লেট থাকবে। পাবলিক অ্যাক্সেস সিস্টেম, ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ড, যাত্রীদের সুবিধার্থে জরুরী আলোর ব্যবস্থা, অন্ধদের জন্য স্পর্শকাতর ক্লোর ইন্ডিকেটরসহ আরও কিছু অতিরিক্ত সুবিধা থাকবে এখানে।

মূকাভিনয় শিল্পীর আধুনিক জীবন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৭ জানুয়ারি : সভ্যতার আদিকালে জল, বায়ু, ভূমি প্রভৃতি প্রাকৃতিক পরিবেশে উদ্ভিদ,পশুপাখি, মানুষরা ছিল দূষণমুক্ত ও স্বাভাবিক। প্রকৃতির আবহাওয়ায় ফলমূল,শাকসবজি, জল গ্রহণ মানুষের স্বাস্থ্যের জীবনযাত্রা ছিল সুস্থ। আজ মানুষ গুহা জীবনযাত্রা থেকে নগরযাত্রায় প্রবেশ করেছে। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মানুষ বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কারের মধ্যে দিয়ে জীবন যাত্রার মানকে করেছে উন্নত। কিন্তু আধুনিকতার যন্ত্র সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মধ্যে তৈরি হয়নি বৈজ্ঞানিক চেতনাবোধ। তাই মানুষের বৈজ্ঞানিক চেতনা বোধের অজ্ঞতার কারণে দূষিত হয়ে চলেছে নিজেদের বাসযোগ্য পরিবেশ, স্বাস্থ্য,শিক্ষা,সংস্কৃতি, এবং মানুষের সুস্থ মানসিকতা। আজ সুস্থ পরিবেশের মধ্যে প্রবেশ করেছে অশিক্ষা, অপসংস্কৃতি, অস্বাস্থ্য,অবৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড, কুসংস্কার,লোভ,হিংসা,হত্যা প্রভৃতি। মানুষের স্বাস্থ্যই সম্পদ। কিন্তু স্বাস্থ্য রক্ষার্থে সকলে দৈহিক ব্যায়াম চর্চার পর সন্ধ্যায় মদ্যপানে আশ্রিত হয়। শিশু শিক্ষায় শিশুরা যন্ত্র মানবে পরিণত হয়ে পড়ছে। সংস্কৃতির নামে চলেছে অপসংস্কৃতির জোয়ার। স্বাস্থ্য রক্ষার ধারকবাহক ডাক্তাররা হয়েছে অর্থ লোভী। সৌন্দর্য রক্ষায় নারী ও পুরুষরা পুতুলের মতো হতে চাইছে। নারী পুরুষের সম্দর সম্পর্কে প্রবেশ করেছে অবিশ্বাস। মানুষের অজ্ঞতার কারণে সুস্থ প্রাকৃতিক পরিবেশ জল, বায়ু, শব্দ,ভূমিতে দেখা দিয়েছে ভয়ংকর দূষণ। উপরিউক্ত বিষয় ভবনাকে সঙ্গী করে মূকাভিনয় শিল্পী কন্সল নম্বরের মোট আটটি রচনা নিয়ে একটি নতুন মূকাভিনয় প্রযোজনা আধুনিক জীবন।

 KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT The Executive Engineer (Electrical), Lighting/Zone-I, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works: (1) NIT No.: KMC/LTG/376/WD-11/BR-II/Z-1/23-24 Name of the Work: Improvement of lighting system for Br.-II Office Building (2nd Floor) at 79 Bidhan Sarani, KMC. Estimated Amount: Rs. 1,98,078.00. Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of Completion: 30 days. Last date and time of submission of bid: 18.01.2024 at 3 p.m. The bid forms and other details are available on and from 03.01.2024 at 3 p.m. from the website https://etender.wb.nic.in (2) NIT No.: LTG/358/WD-17/BR-II/Z-1/23-24 Name of the Work: Installation of CCTV Camera at Ward Office and surrounding area within Ward No. 17. Estimated Amount: Rs. 3,49,352.94. Earnest Money: Rs. 7,000.00. Period of Completion: 30 days. Last date and time of submission of bid: 19.01.2024 at 12 noon. The bid forms and other details are available on and from 08.01.2024 (12 noon) from the website https://etender.wb.nic.in
The Executive Engineer (Electrical), Lighting/Zone-II, KMC invites e-tender in two bid system for the following work: NIT No.: LTG/143/51/VI/Z-II/2023-2024 Name of the Work: Improvement of park lighting system at RSM Square Park and Vivekananda Uddan at Ward No. 51. Estimated Amount: Rs. 1,98,224.62. Earnest Money: Rs. 4,000.00. Period of Completion: 7 days. Last date of submission of bid: 19.01.2024. The bid forms and other details are available on and from 06.01.2024 from the website https://etender.wb.nic.in
The Executive Engineer (Electrical), Lighting/Zone-III, KMC invites tender online percentage rate two bid system for the following works: (1) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/588 Name of the Work: Replacement of old and damaged LED light fittings at different places in Ward No. 85. Estimated Amount: Rs. 4,99,475.00. Earnest Money: Rs. 10,000.00. Period of Completion: 15 days. (2) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/580 Name of the Work: Supply and delivery of LED light fittings for replacement of damaged LED light fittings at Dover Lane, Hazra Road and other different areas in Ward No. 86 under Br.-VIII. Estimated Amount: Rs. 4,95,579.00. Earnest Money: Rs. 10,000.00. (3) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/581 Name of the Work: Installation of street lighting system and related accessories at Lake Road and other surrounding places in Ward No. 86, Br.-VIII. Estimated Amount: Rs. 1,48,988.00. Earnest Money: Rs. 3,000.00. Period of Completion: 10 days [For Sl. No. 2 & 3]. Bid opening date and time for technical proposal on: 19.01.2024 at 12.30 p.m. [For Sl. No. 1 to 3]. The bid forms and other details are available on and from 05.01.2024 (6 p.m.) (4) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/590 Name of the Work: Installation of new pole at different places in Ward No. 87 under Br.-VIII. Estimated Amount: Rs. 4,99,602.00. Earnest Money: Rs. 10,000.00. (5) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/591 Name of the Work: Installation and improvement of street lighting system in different areas in Ward No. 87 under Br.-VIII. Estimated Amount: Rs. 4,99,763.00. Earnest Money: Rs. 10,000.00. Period of Completion: 15 days [For Sl. No. 4 & 5]. Last date and time of submission of bid: 19.01.2024 at 12 noon [For Sl. No. 1 to 5]. Bid opening date and time for technical proposal on: 19.01.2024 at 4 p.m. [For Sl. No. 4 & 5]. The bid forms and other details are available on and from 05.01.2024 (5 p.m.) [For Sl. No. 4 & 5]. (6) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/571 Name of the Work: Renovation of Bustee Lighting System at 16, New Ballygunj Road Bustee, 42 Swinhoe Lane Bustee and Bedia Danga 1st Lane Bustee in Ward No. 67 under Br.-VII. Estimated Amount: Rs. 3,68,582.83. Earnest Money: Rs. 7,400.00. Period of Completion: 20 days. (7) NIT No.: KMC/LTG/Z-III/2023-2024/572 Name of the Work: Supply and delivery of LED street light fittings for Swinhoe Lane, Bedia Danga 2nd Lane in Ward No. 67, Br.-VII. Estimated Amount: Rs. 4,83,782.48. Earnest Money: Rs. 9,800.00. Period of Completion: 15 days. Last date and time of submission of bid: 17.01.2024 at 12 noon [For Sl. No. 6 & 7]. Bid opening date and time for technical proposal: 17.01.2024 at 4 p.m. [For Sl. No. 6 & 7]. The bid forms and other details are available on and from 05.01.2024 (2 p.m.) [For Sl. No. 6 & 7]. The website https://etender.wb.nic.in [For Sl. No. 1 to 7]. 1235/23-24

ডালখোলা পুরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে একনায়কতন্ত্রের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত ডালখোলা পুরসভার চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে একনায়কতন্ত্রের অভিযোগ তুলে আগেই সরব হয়েছিলেন ভাইস চেয়ারম্যান। যা নিয়ে সরগরম ডালখোলা তথা জেলার রাজনৈতিক মহলা। এবার আরও এক ধাপ এগিয়ে চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে কার্টামনি নেওয়ার অভিযোগ ও চেয়ারম্যানের অনস্থা হতে পারে বলে তুললেন পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হাজি ফিরোজ আহমেদ। তার বক্তব্য, চেয়ারম্যান স্বদেশ চন্দ্র সরকার কোনও কাউন্সিলারকে পাভা না দিয়ে নিজের ইচ্ছেমতো পুরবোর্ড চালাচ্ছেন। পুরসভা এলাকায় স্থানীয় টিকাদার দিয়ে কাজ না করিয়ে বাইরের টিকাদারদের দিয়ে কাজ করাচ্ছেন বলে অভিযোগ। এতে স্থানীয় যুবকরা কাজ পাচ্ছেন না। এছাড়া পুর এলাকায় যেসব টিকাদারি সংস্থা কাজ করেছে তাদের কাছ থেকে অনৈতিকভাবে মোট বিলের ওপর অগ্রিম ১৫ শতাংশ কার্টামনি নেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ, পৌরসভার কাউন্সিলররা



যেকোনো সমঝ-অন্যস্থা নিয়ে আসতে পারে পৌরসভায়। যে কারণে কাজের মান নিম্নমানের হচ্ছে। শুধু ভাইস চেয়ারম্যানই নন কাউন্সিলারদের একাংশও কার্টামনি ইস্যুতে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। এদিকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনের আগে দলের এই দুই নেতার কোন্দল সামাল দিতে জেলা নেতৃত্বকে অনেকটাই বেগ পেতে হবে বলে মনে করছেন দলীয় নেতা-কর্মীরা। চেয়ারম্যানের এই ধরনের কাজের জন্য দলের ভাবমূর্তি নষ্ট হচ্ছে বলেও জানান ভাইস চেয়ারম্যান। যদিও এবিষয়ে চেয়ারম্যান স্বদেশ চন্দ্র সরকার ভাইস চেয়ারম্যানের কথায় আমল দিতে নারাজ। তার বক্তব্য, কে কি বলছে সেটা তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার, এ নিয়ে তাঁর কিছু জানা নেই।

লোকসভা ভোটের আগে বিজেপিকে ধাক্কা

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৭ জানুয়ারি : লোকসভা নির্বাচনের আগে বিজেপিকে বড় ধাক্কা, তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিলেন বিজেপির ১০০ কর্মী কোচবিহার। লোকসভা নির্বাচনের আগে কোচবিহারে ধাক্কা খেয়েছে বিজেপা। কোচবিহারের নাটবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রের ১৭ নং মন্ডল থেকে প্রায় ১০০ বিজেপি কর্মী বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগ দিয়েছেন।আজ কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস পাটি অফিসে তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি অভিজি দে ভেটমিকের হাত থেকে দলীয় পতাকা তুলে নেন তিনি। একদিকে বিজেপি যখন লোকসভা নির্বাচনের জন্য সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালাচ্ছে, অন্যদিকে দলের কর্মীরা দল ছেড়ে চলে যাওয়ায় শীর্ষ নেতারা খুব বিবস্ত্র বোধ করছেন। এই ঘটনায় বেশ অস্বস্তি বোধ করছেন বিজেপির জেলা নেতারা।



বিধায়ক তথা কলকাতা পৌরসভার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ মহাশয়ের উদ্যোগে এবং ২নং ওয়ার্ড তৃণমূল ছাত্র পরিষদের সভাপতি দেবাশীষ বিশ্বাস এর পরিচালনায় শীতবস্ত্র উপহার প্রদান অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। উপস্থিত ছিলেন রাজা তৃণমূল যুব কংগ্রেসের নেতৃত্ব সৌম্য বক্সী, প্রিয়দর্শিনী ঘোষ বাওয়া, উত্তর কলকাতা জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব মহঃ আনোয়ার খান সহ অন্যান্য নেতৃত্বতৃন্দ।

আমবাসা ইকো পার্কে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত এথনিক ফুড ফেস্টিভ্যাল

আমবাসা, ৭ জানুয়ারি : শনিবার ধলাই জেলার আমবাসা মহকুমা বনদপ্তরের উদ্যোগে আমবাসা ইকো পার্কে প্রথমবারের মতো অনুষ্ঠিত হল এথনিক ফুড ফেস্টিভ্যাল। সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক পরিবেশের মধ্যে বিভিন্ন স্ব-সহায়ক দলের পক্ষ থেকে এদিন নিজেদের তৈরি খাদ্য সামগ্রী নিয়ে মেলায় হাজির হন। সকাল ১১ টা থেকে শুরু হয় এই ইথনিক ফুড ফেস্টিভ্যাল। অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন আমবাসা পুর পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন গোপাল সূত্রধর। অনুষ্ঠানে অন্যান্য অতিথিদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আমবাসা পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন ইন কাউন্সিল শংকর চক্রবর্তী, ধলাই জেলা বন অধিকারিক অমিত শেখবর্মা, আমবাসা মহকুমা বন অধিকারিক প্রসেনজি দেববর্মা, আমবাসা বনবিভাগের রেঞ্জ অফিসার অনন্ত মালিকার সহ অন্যান্যরা।

আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধান অতিথি গোপাল সূত্রধর বলেন আমাদের দেশ ভারত হচ্ছে বৈচিত্রের মধ্যে। একই সাথে আমাদের ছোট ত্রিপুরা রাজ্যেও বহু ভাষাভাষীর লোক রয়েছে। উনাদের নিজস্ব কৃষ্টি সংস্কৃতি রয়েছে। এমনকি নিজস্ব খাদ্যও রয়েছে। সেগুলিকে তুলে ধরার জন্য এই অনুষ্ঠান যা সত্যি অর্থেরই প্রশংসার দাবি রাখে। আগামী দিন আরও বড় পরিসরে এই ধরনের অনুষ্ঠান করার আহ্বান রাখেন তিনি দপ্তরের প্রতি।

বহরমপুরে ভরদুপুরে গুলিবিদ্ধ হয়ে খুন তৃণমূল নেতা



দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ৭ জানুয়ারি : ভরদুপুরে তৃণমূল নেতাকে গুলি করে খুন! রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে মুরশিদাবাদ জেলার বহরমপুরের চালতিয়া এলাকায়। এদিন বাড়ির কাছে স্টুআর্টস্টে গুলিবিদ্ধ হওয়ার পর হাসপাতালে চিকিসা চলাকালে মৃত্যু হয় তৃণমূল নেতার। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। ঘটনার সঙ্গে

জড়িতদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার দুপুরে বাড়ির কাছেই একটি ফ্ল্যাটের নিচের দোকানে বসেছিলেন সত্যেনবাবু। অভিযোগ, সেই সময় বাইকে করে দুই দুহুতী এসে একদম কাছ থেকে গুলি চালায় সত্যেনকে লক্ষ্য করে। ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন ওই তৃণমূল নেতা। তড়িঘড়ি তাকে উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় বহরমপুর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। সঙ্গে সঙ্গে ৬ চিকিৎসকের তত্ত্বাবধান শুরু হয় অস্ত্রোপচার। তবে শেবরক্ষা হচ্ছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই মৃত্যু হয় ওই তৃণমূল নেতার। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। ঘটনার সঙ্গে কে বা কারা জড়িত তা জানতে তান্ত্র শুরু করেছে পুলিশ।

লাগাতার মাদকবিরোধী অভিযানে সাফল্য পেল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ



দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার আইপিএস গৌরব শর্মা এই মাদকবিরোধী অভিযানের সূত্রপাত ঘটিয়েছিলেন। শিলিগুড়ি শহরের মাদকের রমরমা কারবার রূপতে লাগাতার অভিযান শুরু করেছিল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ। কেবলমাত্র প্রতিটি থানার পুলিশ নয়,মাদকের বিরুদ্ধে অভিযান সংঘটিত করতে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্টকে কাজে লাগিয়েছিলেন তৎকালীন প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার গৌরব শর্মা। এরপর থেকে লাগাতার অভিযানে ব্রাউন সুগার, গাজা,হেরোইন, নেশার ওষুধ, কাপ সিরাপ,

ইনজেকশন উদ্ধার করতে শুরু করে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশ, পাশাপাশি মাদক কারবারীদের কোমর ভাঙতে শুরু হয় অভিযান,শ্রেণ্ডার হয় একের পর এক মাদক কারবারি। গৌরব শর্মা চলে যাবার পর এই অভিযান অব্যাহত রেপেছেন তারপরে আসা নতুন পুলিশ কমিশনের এবং বর্তমান পুলিশ কমিশনারও। কার্যত প্রতিদিন শিলিগুড়ি শহরের বিভিন্ন থানা এলাকা থেকেই উদ্ধার হচ্ছে মাদক, প্রেফতার হচ্ছে মাদক কারবারীরা। মাদকের কারবার সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন করতে তপস স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ, ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট সহ প্রতিটি থানার পুলিশ কর্মীরা। শনিবার

শুটিংয়ের জোড়া শিরোপা ছিনিয়ে নজির করল আকাশলীনা মজুমদার

দুরন্ত বার্তা,উত্তর ২৪ পরগনা,৭ জানুয়ারি : ইছাপুরের শুটার আকাশলীনা মজুমদার শুরু করেন পাঁচটা সাধারণ মেয়ের মতই। তবে তার উদ্যনিচা আর পাঁচজনের মতো নয় মোটেই। উত্তর ২৪ পরগনার ইছাপুর হয়ে মেয়েটার পা বাড়তে বাড়তে রাজ্য ছাপিয়ে ছুঁয়ে ফেলেছে দেশের রাজধানী নিউ দিল্লি তে জাতীয় শুটিংয়ের আসরে। ২০১৯

সাল থেকে ১০ মিটার এয়ার রাইফেল শুটার পিপসাইট শুটিং অনুশীলন শুরু করেন। বাংলার এই মহিলা শুটার ২০২১ সালে আসানসোলে রাজ্য শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় জোড়া স্বর্ণপদক ও জোড়া সিলভার পদক জেতেন। এরপর ২০২২ সালে পশ্চিমবঙ্গ ওপেন এয়ার ওয়েগেনে শুটিং চ্যাম্পিয়নশীপে হাওড়াতে পাঁচটিতে গোল্ড পদক পেয়েছেন। তিনি ব্যক্তিগত স্কোর করছেন ৩৪৫ পয়েন্ট। তার নজর কাড়া পারফর্মেন্সের ভিত্তিকে আশা রাখছেন রাজ্য ও দেশকে আরো



ফলাফল। প্রসঙ্গত দিল্লিতে (২০২৪ সাল) নতুন বছরের জানুয়ারিতে জাতীয় শুটিং চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতার ট্রায়ালে যোগাতা অর্জন করতে পারেন। আকাশলীনা মজুমদারের এই সাফল্যে খুশি তার মা সঙ্গীতা মজুমদার। উল্লেখ্য সঙ্গীতা দেবী একজন জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী। বাবা পার্শ্বসারথি মজুমদার উত্তর ২৪ পরগনা নোয়াপাড়া থানার অফিসার

বিকলে আবারও অভিযান।

শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার প্লেন ক্লথ পাটির পুলিশকে সাথে নিয়ে স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ অভিযান চালায় বিশ্ববাংলা শিল্পী হাট সংলগ্ন এলাকায়। এই অভিযানে উদ্ধার হয় বিপুল পরিমাণ মাদক। শ্রেণ্ডার হয় দুই মাদক কারবারি। স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ এবং নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতেই এই অভিযান চালানো হয়েছে। এই অভিযানে উদ্ধার হয়েছে আনুমানিক ৬০০ পিস নেশার ইজেকশন। এই অভিযানে প্রেফতার হয়েছে সন্দীপ বিশ্বাস ও স্বরূপ বিশ্বাস নামে দুই যুবক। ধৃতরা শিলিগুড়ি ১২ নম্বর এবং ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা। ধৃতরা এই মাদক কোথা থেকে সরবরাহ করেছিল এবং কাকে বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে ছিল,তার তদন্ত শুরু করেছে নিউ জলপাইগুড়ি থানার প্লেন ক্লথস পাটির পুলিশ। অভিযুক্তদের রবিবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হবে। ম্যাজিস্ট্রেট পর্বায়ের পুলিশ কর্তার উপস্থিতিতে অভিযুক্তদের হেফাজত থেকে এই বিপুল পরিমাণ নেশার ইনজেকশন গুলি উদ্ধার করে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ এবং স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ।

জলপাইগুড়িতে পালিত হচ্ছে ছাত্র সপ্তাহ

শীতের পিঠে-পুলি, পায়েস সহ বিভিন্ন সুস্বাদু খাদ্যের সম্ভার, ছাত্র-ছাত্রীদের খাদ্য মেলায় উপছে পড়েছে ভীত্ৰ



দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : জলপাইগুড়ি অরবিন্দ মাধ্যমিক উচ্চতর বিদ্যালয় বিভিন্ন কর্মকান্ডের মধ্যে দিয়ে ছাত্র সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। বসে আঁকা এবং গল্পবলা প্রতিযোগিতা সহ আয়োজন করা হয় খাদ্য মেলারও। এই মেলায় যোলটি গ্রুপে বিভিন্ন শ্রেণীর ৭২ জন ছাত্রছাত্রী নানান ধরনের খাবারের স্টল দিয়েছে। এই অভিনব খাদ্যমেলা ঘিরে ছাত্র ছাত্রীদের উৎসাহ এবং উদ্দীপনা ছিল প্রবল। ছাত্রছাত্রীরা পিঠে-পুলি পায়েস, চা, কফি, মোমো, চাওমিন, থুপ্পা, পায়েস, পিঠাপুলি, পোরো মাথা, ফ্রাইডরাইস, পোলাও, চিলিচিকেন, লুচি - মাংস, আলুর দম , ডিম সিদ্ধ, সুপ, ফুচকা, দই ফুচকা, ঝালমুড়ি এমন সব নানা জিভে জল আনা সম্ভারে মেলা সাজিয়ে এই খাদ্য মেলায় ছাত্র-ছাত্রীদের পাশাপাশি শিক্ষক শিক্ষিকাদের আনন্দ উদ্দীপনা ছিল চোখে পড়ার মতো। আর যারা খাবার কিনে খাচ্ছিল সে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রীদেরও বিপুল উৎসাহ ছিল সবাই লাইন দিয়ে কুপন কেটে নিজেদের পছন্দমত খাবার কিনে খেয়েছে ছাত্র-ছাত্রী সাথে বিদ্যালয়ের শিক্ষক শিক্ষিকা শিক্ষা কর্মী সবাই মেতে উঠতে দেখা গেলো এই মিলন মেলায়। মেলায় অংকের হিসাবে দেখা গেল সবাই কমবেশি লাভের মুখে দেখেছে। বিদ্যালয় এর প্রধান শিক্ষক ক্রোশীশ গুহ বলেন এরকম মেলা স্কুল আসলে আমাদের ছেলেমেয়েরা আবারও করতে চায় এবং আমরাও চাই আরও বেশি পরিমাণ রকমারি খাদ্যের সম্ভার নিয়ে তারা উপস্থিত হোক। যাতে আমরা আরও বেশি করে এই আনন্দক উপভোগ করতে পারি। খুশি ছাত্র-ছাত্রীরাও।

ইয়ুথ ক্লাবে মেগা স্বাস্থ্য শিবির

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : গত ২রা জানুয়ারি থেকে শুরু হয়েছে ৬৩ নম্বর ওয়ার্ডের ওয়ার্ড উৎসব উন্মেলন ২০২৪। সেই ওয়ার্ড উৎসবের অঙ্গ হিসেবে রবিবার ইয়ুথ ক্লাবে অনুষ্ঠিত হলো মেগা স্বাস্থ্য শিবিরের। সেই শিবিরেই সকাল থেকে দেখা মিললো শহরের নামিদামি চিকিৎসকদের। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন ওয়ার্ড কাউন্সিলর তথা শহরের মেয়র গৌতম দেব। তিনি জানান, মানুষ যাতে স্বাস্থ্য শিবিরের মধ্য দিয়ে সুচিকিৎসা পায় সেই জন্যই চিকিৎসকদের একসাথে এক। ছাত্তর তলায় নিয়ে আসার প্রয়াস করা হয়েছে। আগত রোগীরা প্রয়োজনে ফের এই সমস্ত চিকিৎসকদের ফলোআপ চিকিৎসার সুযোগ পারে বলেও জানান তিনি। এদিনের স্বাস্থ্য শিবিরে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করা হয় আগত রোগীদের মধ্য।

জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে বোমা বাজি

দুরন্ত বার্তা, চোপড়া, ৭ জানুয়ারি : পারিবারিক জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে বোমা বাজি, জখম তিন। ঘটনাকে ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। রবিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার চোপড়া থানার রাহদিগছ এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে শেখ মজিবুর রহমান ও তার ভাই হামিদুল রহমানের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল। রবিবার এই দুই পরিবার কে নিয়ে একটি শালিসিসভা হয়। এরপর পুলিশ এসে দুই পরিবারের সমস্যা মিটমাট ও করে দেয় বলে দাবি স্থানীয়দের। শালিসিসভা শেষে হঠাৎ দুই পরিবারের মধ্যে গন্ডগোলের জেরে বোমাবাজি ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে গিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনার পাশাপাশি বেশ কয়েকটি বোমা উদ্ধার করে চোপড়া থানার পুলিশ। তবে কারা এই বোমাবাজি করল তা এখনও পরিষ্কার নেই। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

ভাঙ্গা ড্রেন, পচা জলের গন্ধে জীবন যাপন করছেন মানুষজন

দুরন্ত বার্তা, উত্তরদিনাজপুর, ৭ জানুয়ারি : উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর এক নম্বর ব্লকের পাঞ্জিপুরা কয়েক লক্ষ টাকা দিয়ে বাজার সংলগ্ন এলাকায় ড্রেন বানানো হয়। কিন্তু তারপর থেকেই বেহালভাবে ভেঙে যায় সেই সমস্ত ড্রেন। আর পচা জলের গন্ধে মানুষের জীবন যাপন করছেন। সাধারণ মানুষেরা তৃণমূল গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্যকে জনিয়েও কোন সুরাহা হচ্ছে না। গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য দাবি করে বলছেন আমরা লজ্জিত গ্রাম পঞ্চায়েতের কোন হান্ড না থাকায় তা মোরামত করতে পারছি না আপনাদের মাধ্যমে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানাচ্ছি যে দয়া করে খুব শিগগিরই ড্রেনগুলো মোরামত করুন না হলে মানুষের সামনে আমরা মুখ দেখাতে পারছি না।

শিলিগুড়িতে দেহ ব্যবসার পর্দা ফাঁস

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৭ জানুয়ারি : শিলিগুড়ির চন্দ্রপাসারি একটি হোটেলে অভিযান চালিয়ে দেহ ব্যবসার কারবারের পর্দা ফাঁস করল শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের প্রধাননগর থানার পুলিশ। ঘটনায় প্রেফতার করা হয় ৮ জনকে। চন্দ্রপাসারির ওই হোটেলে দেহ ব্যবসার কারবারের খবর পেয়েই শনিবার রাতে অভিযান চালানো হয়। চন্দ্রপাসারির ওই হোটেলের দেহ ব্যবসার কারবারের খবর পেয়েই প্রধাননগর থানার পুলিশ। অভিযুক্তদের রবিবার শিলিগুড়ি আদালতে পাঠানো হয়।

মালদায় বড় সাফল্য জেলা পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৭ জানুয়ারি : চাচলের নাম করা সোনার পোকনের ডাকাতির ঘটনায় বড় সাফল্য জেলা পুলিশের। ডাকাতিতে জড়িত পাঁচজনের অন্যতম একজনকে শ্রেণ্ডার করল মালদা জেলা পুলিশ। জেলা পুলিশের বিশেষ অভিযানে বারখন্ড পুলিশের সহযোগিতায় সাহেবগঞ্জ জেলার জিরঝাড়ি থানা এলাকা থেকে এই দুহুতীকে প্রেফতার করা হয়।ধৃতের নাম দীপক কুমার দাস (২২)।প্রাথমিক জেরায় ধৃত যুবক ডাকাতিতে জড়িত থাকার ঘটনা স্বীকার করে নিয়েছেন।পুলিশ সূত্রে জানা গেছে টিকার বিনিময়ে বিভিন্ন দুহুতী মূলক কাজ করছে সর্বদে যুক্ত থাকতো এই যুবক। ধৃতকে জিঙ্গসাবাদের জন্য ১৪ দিনের পুলিশ হেফাজতের আদেশ জানিয়ে চার্জ মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়। আলিপুরঝুয়ার শহরের ১৫ নং ওয়ার্ডে কালজানি নদীতে ভেসে এল মৃতদেহ। এই ঘটনায় রবিবার দুপুরে ১৫ নং ওয়ার্ডে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় এদিন এলাকায় কয়েকজন নদীর মাঝে এক ব্যক্তির মৃতদেহ দেখতে পেয়ে স্থানীয় কাউন্সিলরকে ফোন করে। পরবর্তীতে কাউন্সিলর আলিপুরঝুয়ার থানায় ফোন করে। মৃতদেহ নাম পরিচয় জানা যায়নি। মৃতদেহটি পুলিশ উদ্ধার করে ময়নাদন্ডতে পাঠিয়েছে ঘটনার তান্ত্র শুরু করেছে পুলিশ।

 KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER
ABRIDGED NIT
The Executive Engineer (Civil), Br.-X, KMC invites percentage rate e-tenders in two bid system for the following work :
NIT No. : EEC/BX/081/062/2023-2024/D
Name of work : Maintenance of asphaltum road near 28/7, 16/6, 5 Sahapur Colony etc. New Alipore in Ward No. 081, Br.-X; Estimated Value : ₹ 1,97,570.90 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 3,952.00; Time of Completion : 120 days; Last date and time of submission of bid : 18.01.2024 - 12 Noon; Date and time of opening of bid : 20.01.2024 - 12 Noon; The bid forms and other details are available on and from 06.01.2024 (from 5 pm) from the website https://etender.nic.in
The Executive Engineer (Civil) / Br.-XVI, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for following works :
(1) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/125/047/23-24
Name of work : Const. of C.C. Road at Sree Guru Colony near Pre. No. 213/63 in Ward No. 125; Estimated Cost : ₹ 2,23,953.80 (Including GST & CESS); Earnest Money : ₹ 4,500.00.
(2) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/142/054/23-24
Name of work : Maint. of C.C. Road at Udayachal near Pre. No. 4/5 in Ward No. 142; Estimated Cost : ₹ 3,49,541.41 (Including GST & CESS); Earnest Money : ₹ 7,000.00; Period of Completion : 30 days (For Sl. No. 1 & 2); Last date and time of submission of bid : 15.01.2024 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2); The tender will be opened on : 17.01.2024 - 12 Noon (For Sl. No. 1 & 2); The bid forms and other details are available on and from 06.01.2024 (5 pm) (For Sl. No. 1 & 2).
(3) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/123/031/23-24 (2nd Call)
Name of work : Development of C.C. Road at Bhuban Mohan Roy Road near Pre. No. 434B in Ward No. 123; Estimated Cost : ₹ 4,65,981.33 (Including GST & CESS); Earnest Money : ₹ 10,000.00.
(4) NIT No. : KMC/EE(C)/BR-XVI/126/046/23-24
Name of work : Dev. of C.C. Road at Jadav Ghosh Road and Sarsuna Main Road bye lane near Pre. No. 30A and 66 in Ward No. 126; Estimated Cost : ₹ 4,33,312.77 (Including GST & CESS); Earnest Money : ₹ 9,000.00; Period of Completion : 30 days (For Sl. No. 3 & 4); Last date and time of submission of bid : 17.01.2024 - 12 Noon (For Sl. No. 3 & 4); Tender will be opened on : 19.01.2024 - 12 Noon (For Sl. No. 3 & 4); The bid forms and other details are available on and from 09.01.2024 (5 pm) (For Sl. No. 3 & 4). The website https://etender.wb.nic.in (For Sl. No. 1 to 4).
The Executive Engineer (C), Br.-III, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/EE-III/30/12/23-24/BUSTEE (1st Call)
Name of work : Supplying fitting and fixing pit cover at different Bustee areas in Ward No. 30; Estimated Cost : ₹ 2,50,757.75 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 5,100.00; Period of Completion : 21 days; Last date and time of submission of bid : 20.01.2024 upto 12 Noon; Date and time of opening of bid : 22.01.2024 after 12 Noon; The bid forms and other details are available on and from 09.01.2024 (5 pm) from the website https://etender.wb.nic.in
The Executive Engineer (C), Br.-VIII, KMC invites e-tender online percentage rate two bid system for the following work :
NIT No. : KMC/EE(C)/VIII/086/032/2023-2024/R
Name of work : Repairing of paver block footpath in front of Kamala Girls High School on Kavi Bharati Sarani (Lake Road) disturbed by Lighting Dept. in Ward No. 86; Estimated Cost : ₹ 1,48,738.51 (Including GST and CESS); Earnest Money : ₹ 3,000.00; Period of Completion : 15 days; Last date and time of submission of bid : 19.01.2024 - 12 Noon; Date of opening of tender : 22.01.2024 - 12 Noon; The bid forms and other details are available on and from 10.01.2024 (5 pm) from the website https://etender.wb.nic.in
CORRIGENDUM
NIT No. : KMC/WS/WSQ/10/2023-24 (1st Call) published in this Newspaper on 23.12.2023 (Key No. : 1162/23-24) of Water Supply (MCP&SWPS) Deptt. the last date and time of submission of bid will be read as 22.01.2024 upto 10.30 am instead of 11.01.2024 upto 12 Noon.
NIT No. : KMC/DR/PBPS/AD/E/07/23-24 published in this Newspaper on 25.12.2023 (Key No. : 1167/23-24) of S&D Deptt. the last date and time of submission of bid will be read as 11.01.2024 upto 3 pm instead of 06.01.2024 upto 5 pm. 1237/23-24

